



জোবানলী বাজকুমারী

টাইমস অফ ইন্ডিয়া প্রকাশন

খণ্ড ০১ সংখ্যা ১৮

৬০ পয়সা

মূলী-৩-মূলীত

প্রার্থনাত বৃক্ষাটোটে তা কি !

B. G. G. G. G.

আবার হাবিছে যান আপনাব শৈশবের দিনগুলিতে ফিরে এলো ইন্দ্রজাল

প্রথম প্রকাশ - আগস্ট, ১৯৬৫
বেনেট, কোলম্যান এন্ড কোং © টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া
আসল নামঃ দ্য গোল্ডেন প্রিন্সেস

প্রথম ধারাবাহিক ডিজিটাল সংস্করণ : ফেসবুক পেজ,
প্রথম সম্পূর্ণ সংস্করণ : চিত্রচোর, এপ্রিল ১৫, ২০১৭

বাংলা অনুবাদ ও বর্ণ বিন্যাস : শুভাগত বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদপত্র রূপান্তর ও নামলিপি : রূপক ঘোষ

অনুবাদের সর্ব শর্ত সংরক্ষিত

ঠাঁ, চক্করা আপনাবা যাবা ইন্দ্রজাল কমিকস্
জালোবাসেন তাবা পেতে চলেছেন এক অসাধারণ
উপহাট। এখন থেকে বাংলায় অপ্রকাশিত
২২ টি ইন্দ্রজালেব ফ্যান ট্রান্সলেশান
সম্পূর্ণ কবাব একটি প্রচেষ্টা নেওয়া
হাচ্ছে, পরিকল্পনা অনুযায়ী
প্রত্যেকটি সংখ্যা সম্পূর্ণরূপে
চিত্রচোর কমিক্স ব্লগে অটোম্যাটিক
ভাবে প্রকাশ করা হবে।

পরিবেশনায় :-



** বর্তমান ডিজিটাল সংস্করণটি একমাত্র চিত্রচোর ব্লগের ব্লগারের সৌজন্যে অনূদিত ও পরিবেশিত। এটি অনুবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য
বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আসল ইংরাজি সংস্করণটি কেনার প্রতি আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করা ও উদ্বুদ্ধ করা। এই সংস্করণের কোনও অংশ
কোনও ভাবে চিত্ররূপ বা প্রিন্ট করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। পরিবেশকের অনুমতি ছাড়া এটা অন্য কোনও সাইটে বা ব্লগে ছাড়া অনুচিত।

বাংলা অনুবাদ ও প্রচ্ছদপত্র রূপান্তরের © ২০১৭ শুভাগত বন্দ্যোপাধ্যায় ও চিত্রচোর.ব্লগস্পট.ইন

অনুবাদের কথা

ইংরেজি কমিক্স বাংলায় অনুবাদের লোভ একদম ছোটবেলা থেকেই।

১৯৭৬ সালে, আমি যখন ক্লাস থ্রি তে পড়ি, তখন সদ্য প্রকাশিত আনন্দমেলার হাতধরে টিনটিন আর ঐ আনন্দমেলায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে ইন্দ্রজাল কমিক্স-এর সাথে প্রথম পরিচয়। তারপরেই হাতে এল ইংরেজি টিনটিন। বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়ি, টিনটিন পড়ার সময় পাশে রাখলাম একটা ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধান আর একটা খাতা পেন। একটার পর একটা প্যানেল ধরে ধরে খাতায় লেখা হতে লাগল আমার প্রথম ইংরেজি টিনটিন ক্যান্সাফিওর এমারেন্ড-এর বাংলা তর্জমা। একই সাথে লেখা হয়েছিল হার্জকে লেখা আমার প্রথম চিঠি।

এরপর আরেকটু বড় হয়ে পরিচয় অ্যাসটেরিক্স-এর সাথে। তখনো বাংলা অ্যাসটেরিক্স দূর অস্ত। এবার অনুবাদের পদ্ধতি উন্নততর। মূল বইয়ের স্পীচ বাবল ব্লুড দিয়ে ঘষে ইংরেজি হরফ তলে তার জায়গায় সরু পেন দিয়ে বাংলায় লেখা হল। কিন্তু এই পদ্ধতি বেশীদিন চলল না। কাগজ কাল কালি শুষে পাতা নষ্ট হয়ে বইটারই বারোটা বাজিয়ে দিল।

কাজেই এতকাল পরে যখন শ্রদ্ধেয় **রঞ্জন দত্ত**-র করা বাংলায় অপ্রকাশিত কালো মুক্তার কণ্ঠহার দেখলাম, তখন সেই পুরোনো লোভটা যে আবার জেগে উঠবে এ আর আশ্চর্য কি? এরই প্রথম প্রয়াস সোনালী রাজকুমারী ইতিমধ্যে শুধু বেতাল-এর মূল গল্পটা ফেসবুকে প্রকাশিত। তারপর চিত্রচোরের রূপকের অনুরোধে এই সম্পূর্ণ সংস্করণ।

ধন্যবাদ,
শুভাগত বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানব ইতিহাসের ধারা স্মৃতিগিরী-



পারস্য সাম্রাজ্য

৫৩৯ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পারস্যরাজ
সাইরাস ব্যাবিলন অধিকার
করেন।

তাঁর পরবর্তী রাজা দারায়ুস ও
জিরক্সিজ পারসিপোলিস নগরের
পত্তন করেন।

পারসিপোলিসের স্থাপত্য ও
ভাস্কর্য প্রাচীন গ্রীসের ছায়ায়
গড়ে উঠেছিল।

৩৩০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে আলেকজান্ডার
দ্য গ্রেট পারস্য সাম্রাজ্যের ইতি
টানেন।



chitrochor.blogspot.in



আনুঃ ৫০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে পারস্য
সাম্রাজ্য

chitrochor.blogspot.in

পারস্যের শিল্পকলার
নমুনা



সুসা-এ দারায়ুসের প্রাসাদের
প্রাচীরে গিল্টি করা গ্রিফিন



পাসারগাড-এ সম্রাট সাইরাসের
সমাধি



chitrochor.blogspot.in

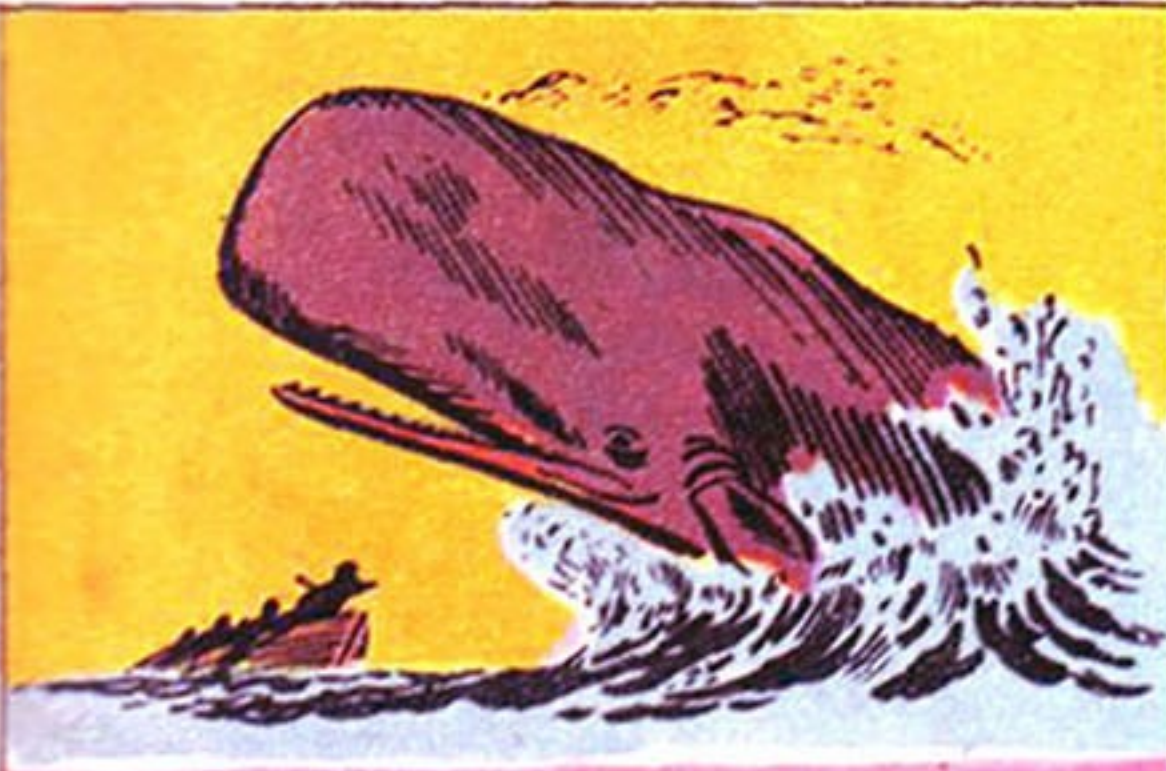
বিজ্ঞান যুগ

এথেলষ্টোন স্মিল্‌হাউস



প্রিভিলভ দ্বীপপুঞ্জ, যেখানে বিশ্বের ৮০% ফার-সীলের জন্ম হয়, ১৯০০ সালের মধ্যে তাদের প্রতি ১৭টির ১৬টিকেই মেরে ফেলা হয়।

chitrochor.blogspot.in



আন্তর্জাতিক চুক্তি না থাকলে সীল আর তিমির মত সামুদ্রিক স্তন্যপায়ীরা একদম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

সমুদ্রকে বাঁচিয়ে রাখো!

আমরা যদি সাবধান না হই, তাহলে সমুদ্র ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রতি বছর যত মাছ প্রশান্ত মহাসাগরে জন্মায়, তাঁর চেয়ে বেশি মাছ তুলে নেওয়া হয়।

chitrochor.blogspot.in



সমুদ্রের তটরেখা বাঁধিয়ে আর খাঁড়ি বুজিয়ে আমরা অজস্র মাছ আর অন্য জলজ প্রাণীর জন্ম ও চারণভূমি নষ্ট করে ফেলছি।



জাহাজ থেকে বেরোনো তেলে মাছ, চিংড়ি, এমন কি সামুদ্রিক পাখীরাও মারা পড়ছে। ডাঙ্গায় ছড়ানো ডিডিটির প্রভাব তীর থেকে ৫০ মাইল পর্যন্ত মাছেদের ওপর পড়ছে।

Gene Fawcette
৪/৭

সমুদ্রকে নষ্ট না করে আমরা তাকে ব্যবহারযোগ্য করতে পারি

যেমন, জৈব বর্জ্য ঠিকঠাক ভাবে সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আবার, অতিরিক্ত উত্তাপ সমুদ্রের পৌষ্টিক উপাদানগুলিকে গরম করে সমুদ্রের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।



chitrochor.blogspot.in



সমুদ্রের জোয়ার
থেকে শক্তি উৎপাদন
নতুন কিছু নয়। ১০০
বছর আগে থেকেই
আমেরিকার মেইন-এ
করাতকল আর
জাঁতাকলের জন্য টাইড
মিল ব্যবহার করা হত।



কিন্তু, কেবল জোয়ার এলেই লোকেরা
সেইসব কাজ করতে পারত।

জোয়ারের শক্তি

লোককে অবাক করে দিয়েছিল, বিশেষ
করে কোরিয়া, আলাস্কা বা ফান্ডি
উপসাগরের মত এলাকা যেখানে
স্বাভাবিক খাঁড়ি আছে, সেখানকার জলের
উচ্চতা জোয়ারের সময় ৪০ ফুট অবধি
বেড়ে যেত।

chitrochor.blogspot.in

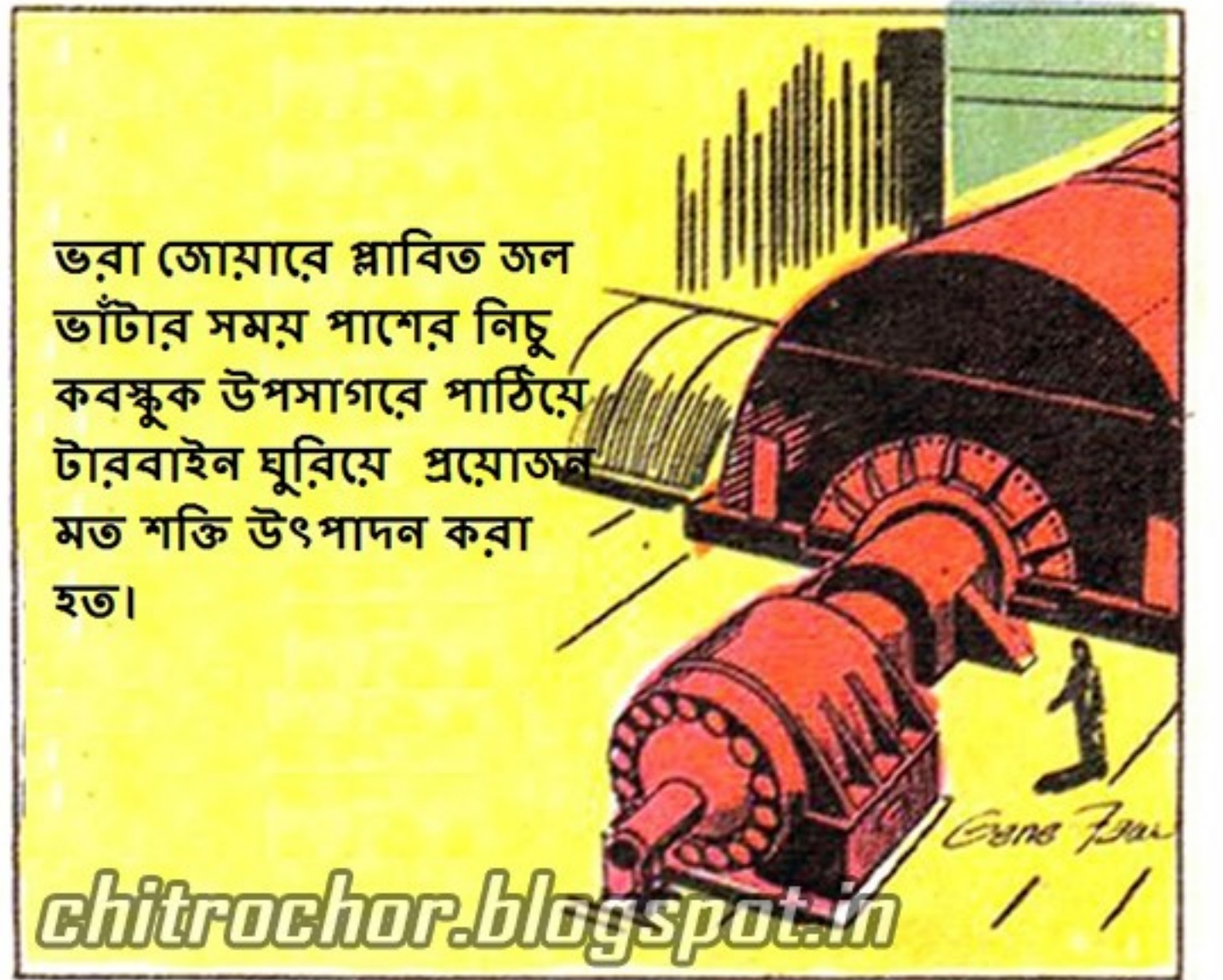


একটা মুশকিল দেখা দিল, প্রত্যেক দিনই মাত্র
৫০ মিনিটের মধ্যেই জোয়ারের জল নেমে যেত।

কাজেই জল ধরে রাখার জন্যে বিশাল আর খরচসাপেক্ষ বাঁধ
তৈরি করার দরকার হল। কিন্তু আমেরিকার প্যাসামাকুওডি
উপসাগরে প্রাকৃতিক দ্বীপগুলিই এইসব বাঁধের মত কাজ করে
চলেছে।



ভরা জোয়ারে প্লাবিত জল
ভাঁটার সময় পাশের নিচু
কবন্ধুক উপসাগরে পাঠিয়ে
টারবাইন ঘুরিয়ে প্রয়োজন
মত শক্তি উৎপাদন করা
হত।



chitrochor.blogspot.in

বর্তমান ব্যবস্থায় বিকেল ৫টা থেকে
৬টার মধ্যে শক্তি উৎপাদন করে
আমেরিকার নানান শহরে আলো,
ট্রেন, চুল্লি - এসবের জন্য প্রয়োজনীয়
অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-এর যোগান দেওয়া
হয়।

chitrochor.blogspot.in

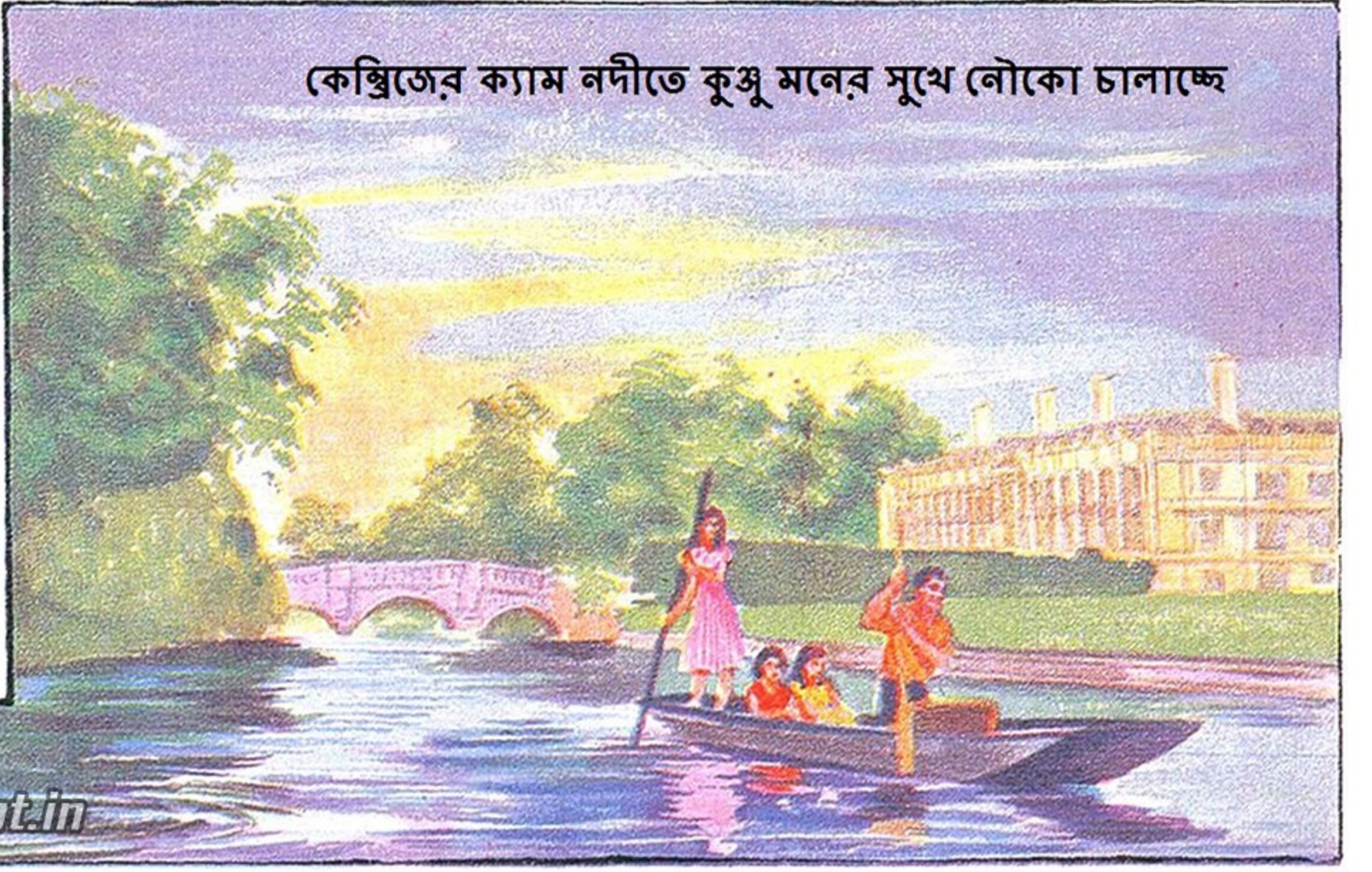


কুঞ্জু পিলের বিশ্ব- এখন



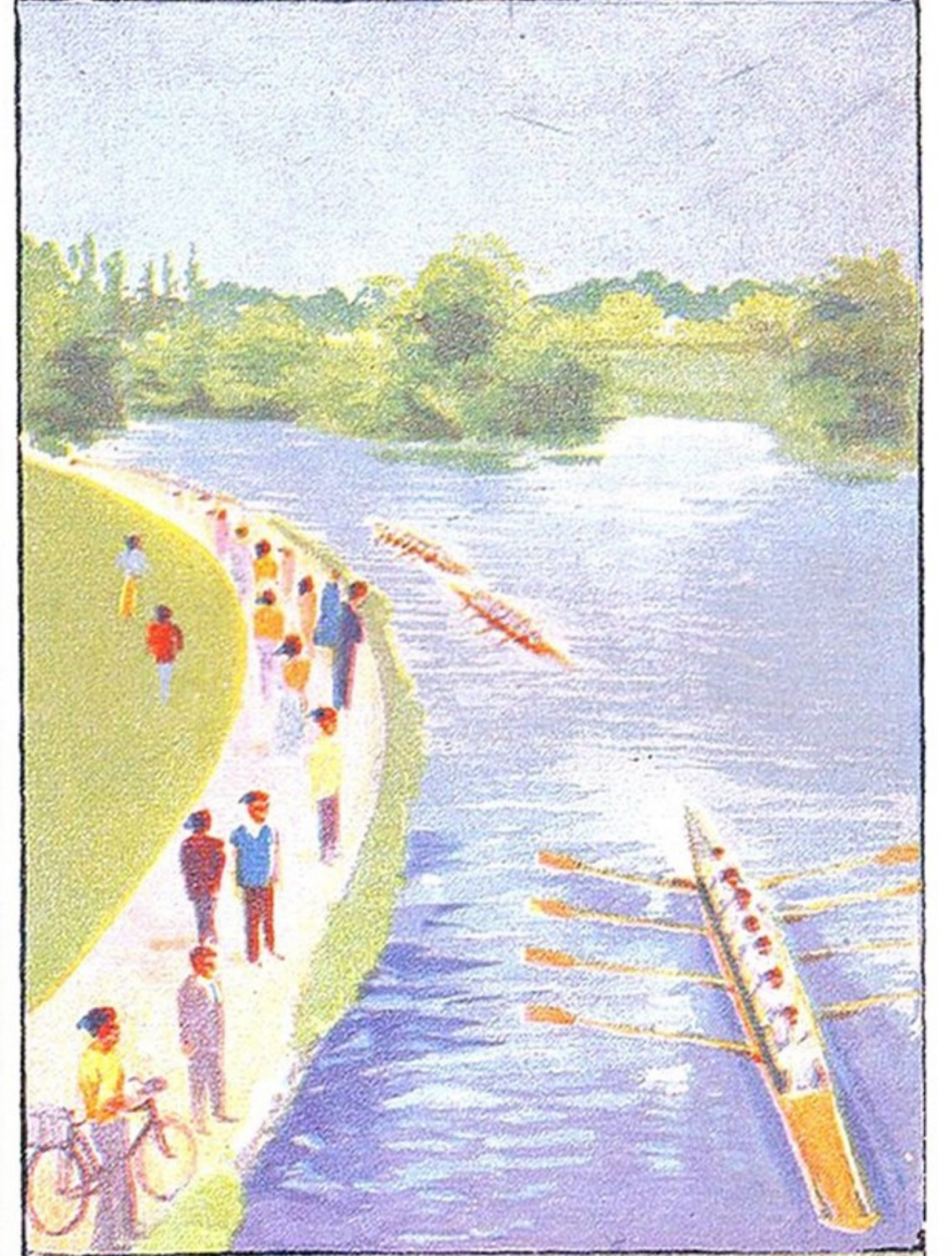
বি. গোবিন্দ

কেম্ব্রিজের ক্যাম নদীতে কুঞ্জু মনের সুখে নৌকো চালাচ্ছে

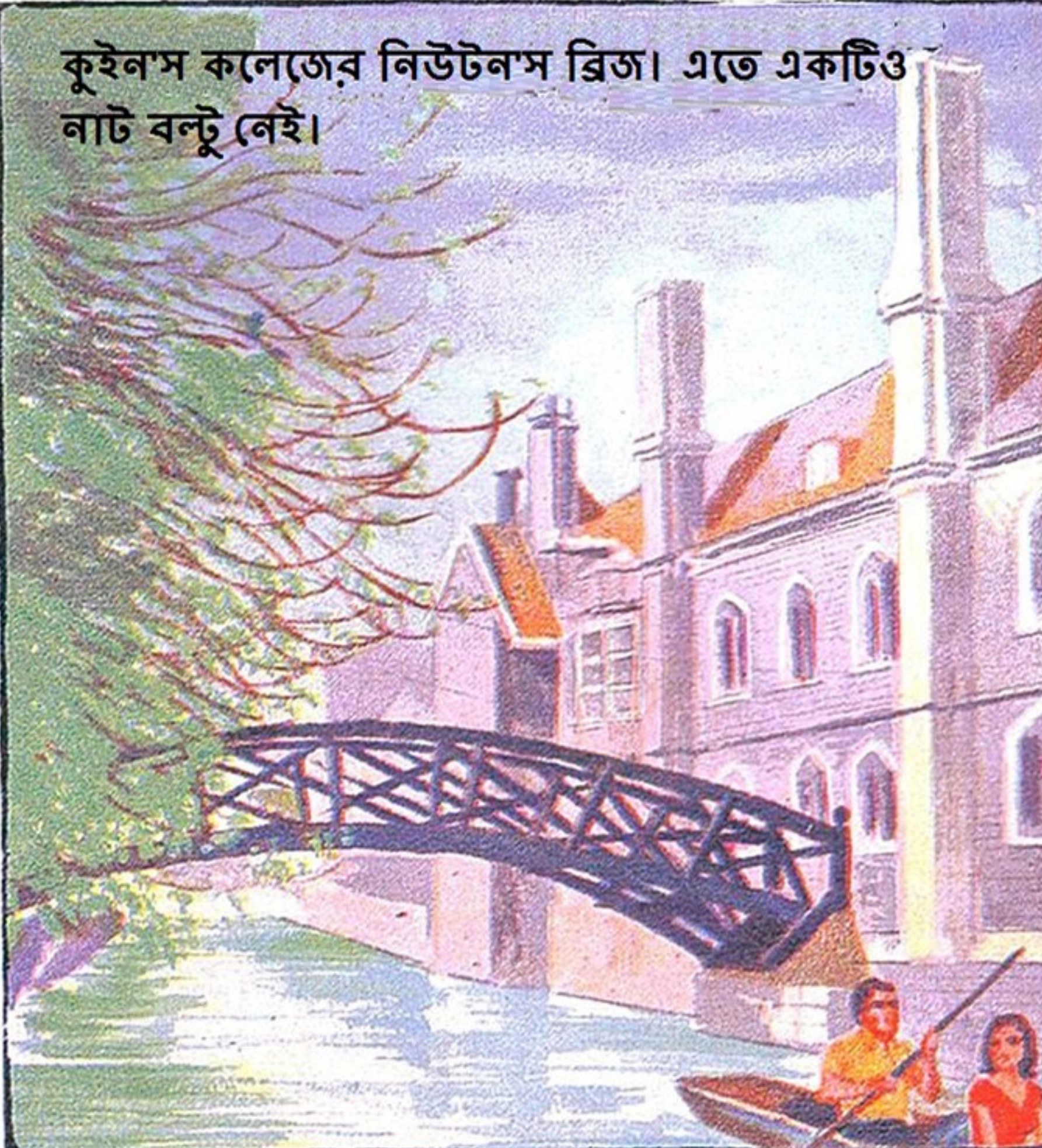


chitrochor.blogspot.in

ব্রিটেনের দুই নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কেমব্রিজ একটু বয়সে নবীন। ১২২৫ সালে স্থাপিত কেমব্রিজের বরাবরই অক্সফোর্ডের তুলনায় প্রায়োগিক শিক্ষার দিকে ঝোঁক ছিল, আর নিউটনের শুরু করা বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি নজর ছিল। কেমব্রিজ দুনিয়াকে অনেক বড় বড় মনিষী উপহার দিয়েছে। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জন হার্ভার্ড আর ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু ছিলেন কেমব্রিজের ছাত্র।



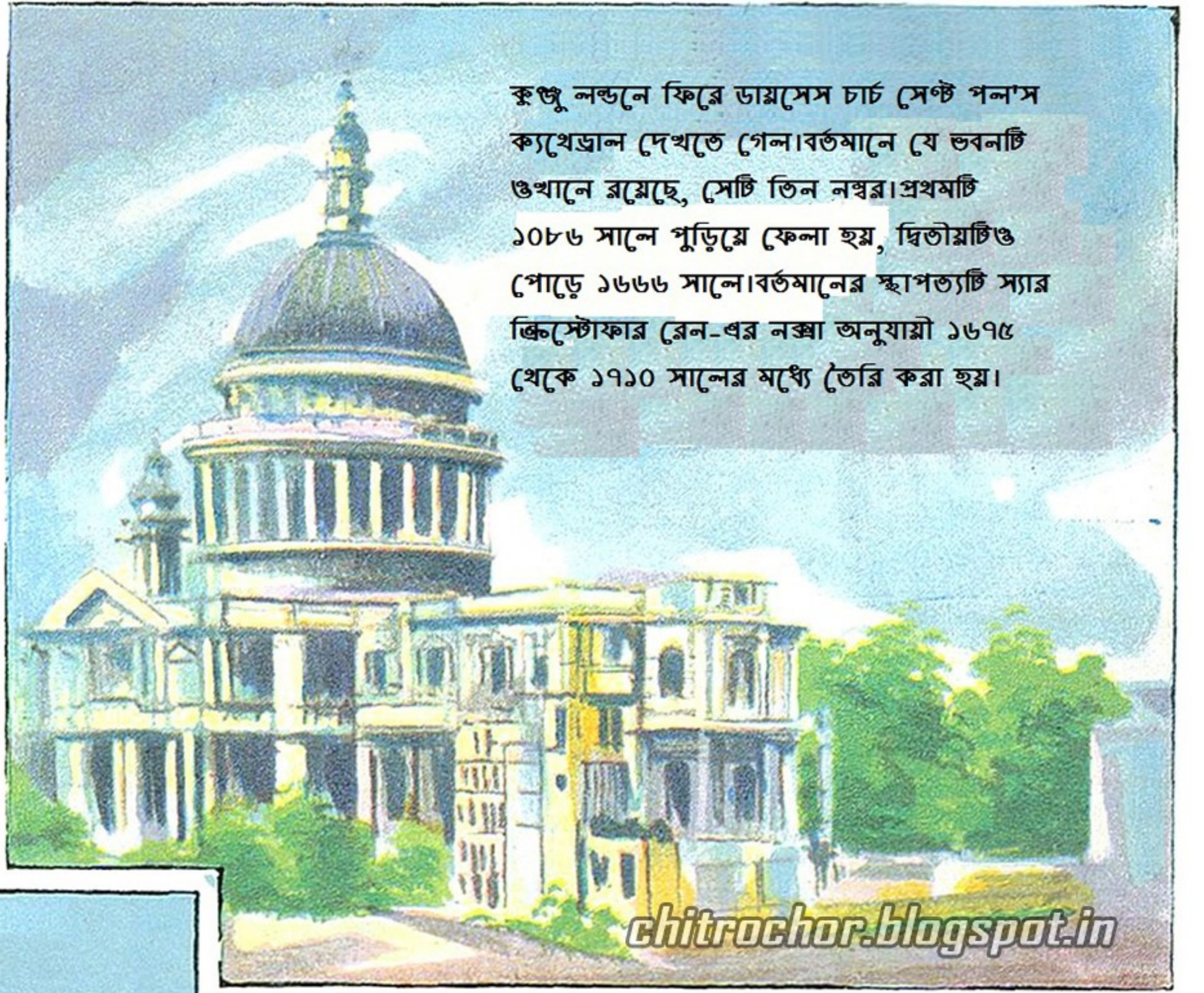
কুইন'স কলেজের নিউটন'স ব্রিজ। এতে একটিও নাট বল্টু নেই।



বছরের সেরা অনুষ্ঠান হল অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজের মধ্যে বাৎসরিক নৌকা বাইচ। প্রতিযোগী ও তাদের সমর্থকদের অধ্যাবসায় আর উৎসাহ কুঞ্জুকে শিহরিত করে তুলল। সমর্থকরা তাদের দুই দলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নদীর দুই ধারে দৌড়ে দৌড়ে নৌকার সাথে পাল্লা দিতে থাকে।

chitrochor.blogspot.in

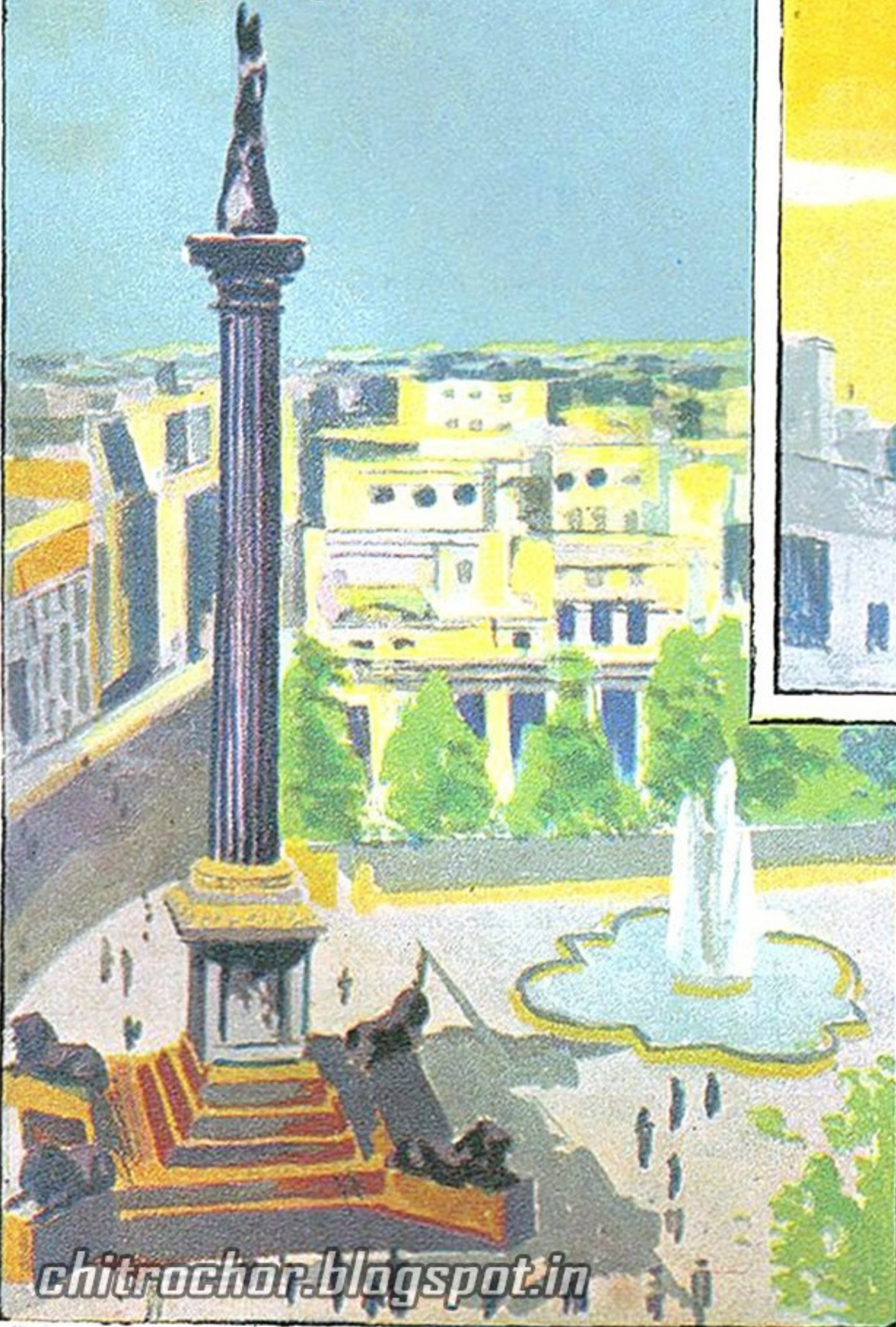
কেমব্রিজের পাশাপাশি
অক্সফোর্ডও স্বল্পতে ছিল
ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এর পূর্ব
ইতিহাস অনেকেরই জানা নেই।
১১২০ সালে অক্সফোর্ড স্কুল
হিসেবে স্থাপিত হয়। তারপর ১২৪২
সালে গড়ে ওঠে আজকের
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।



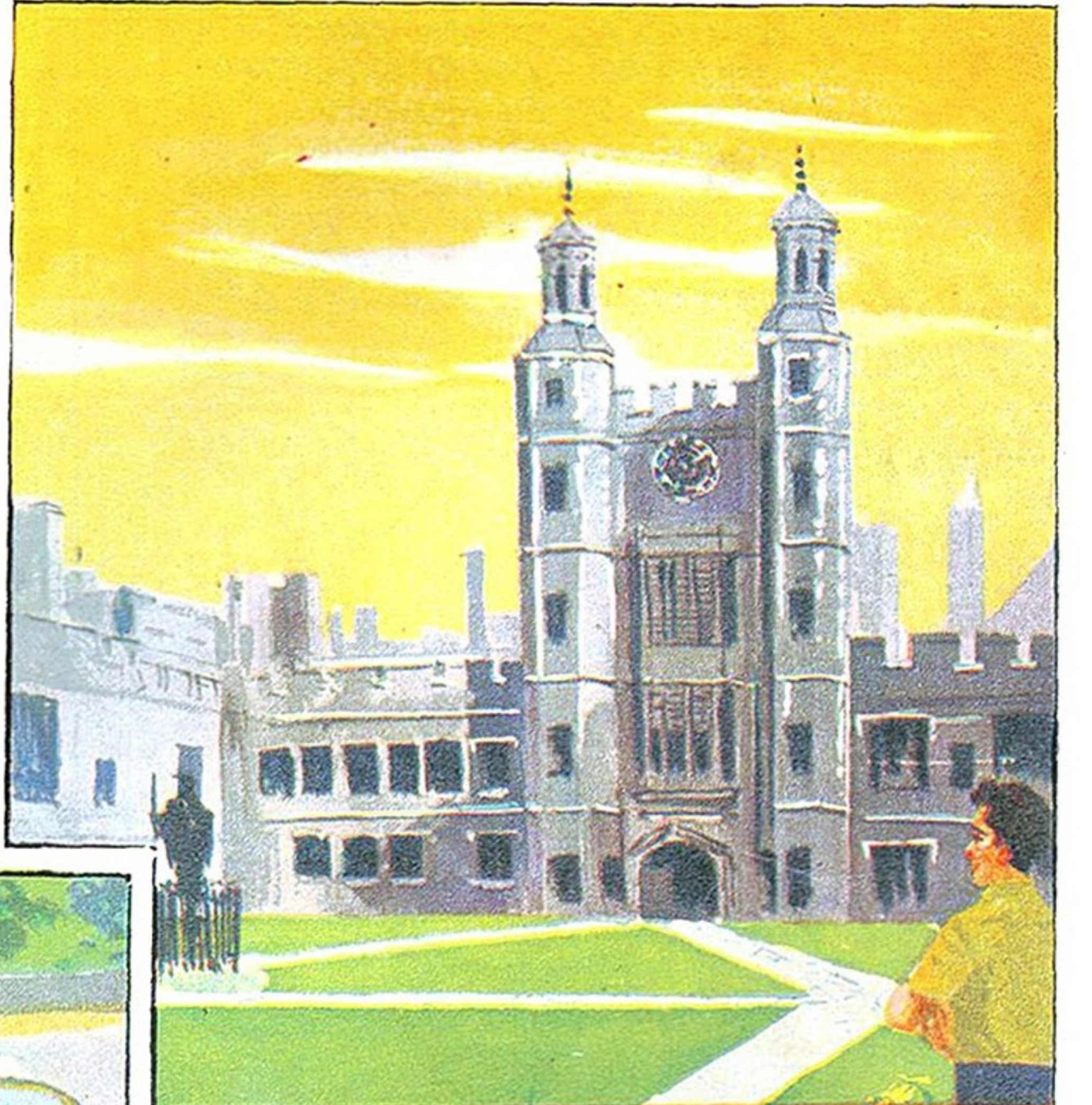
কুঞ্জু লন্ডনে ফিরে ডায়সেস চার্চ সেন্ট পল'স
ক্যাথেড্রাল দেখতে গেল। বর্তমানে যে ভবনটি
ওখানে রয়েছে, সেটি তিন নম্বর। প্রথমটি
১০৮৬ সালে পুড়িয়ে ফেলা হয়, দ্বিতীয়টিও
পোড়ে ১৬৬৬ সালে। বর্তমানের স্থাপত্যটি স্যার
ক্রিস্টোফার রেন-এর নক্সা অনুযায়ী ১৬৭৫
থেকে ১৭১০ সালের মধ্যে তৈরি করা হয়।

chitrochor.blogspot.in

লন্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ার।
ট্রাফালগার বিজয়ের স্মরণে গড়ে ওঠা
এই স্মারকে রয়েছে ১৪৫ ফুট উঁচু
নেলসন স্তম্ভ, যার মাথায় আছে
বিজয়ের নায়কের স্ট্যাচু।



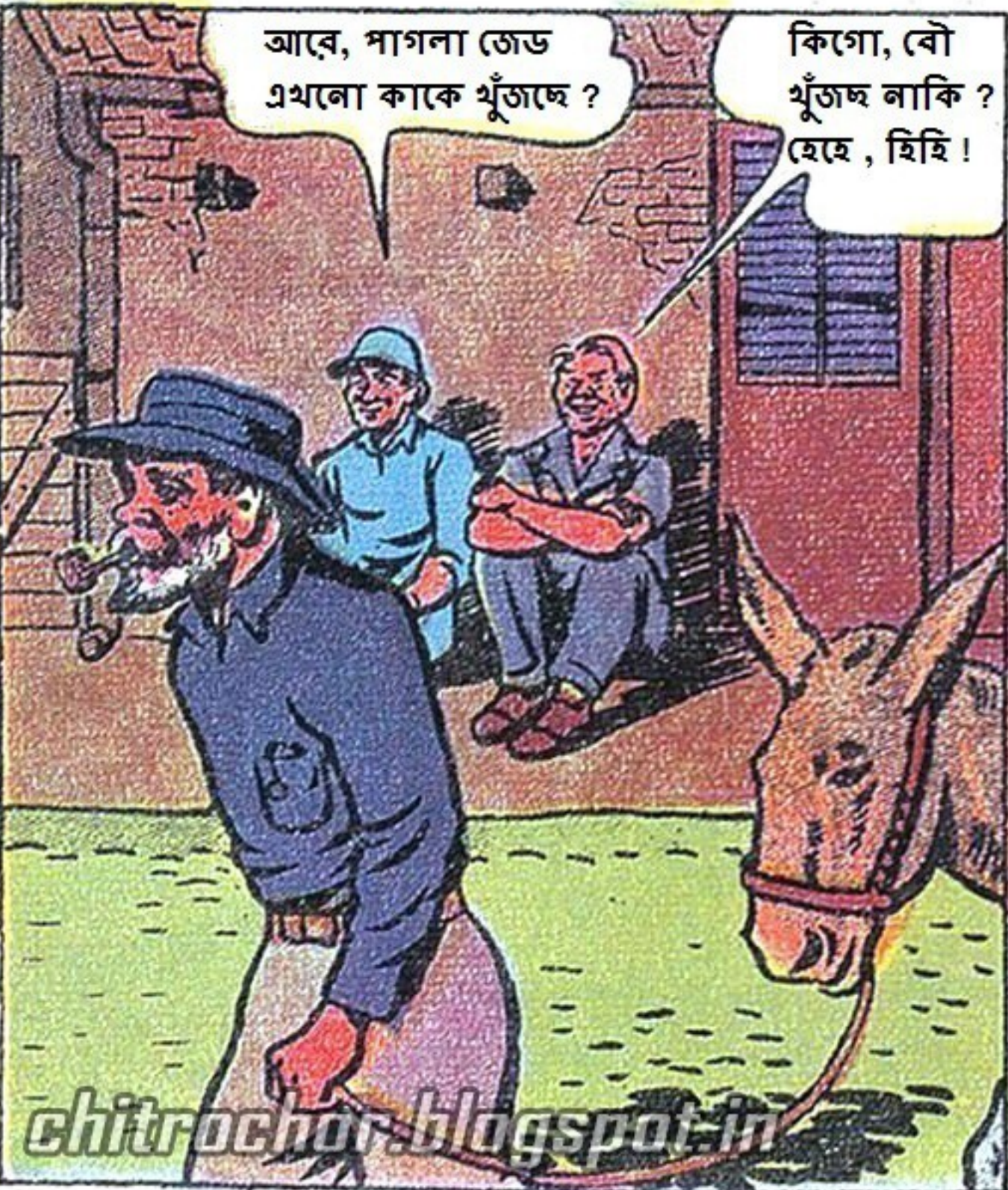
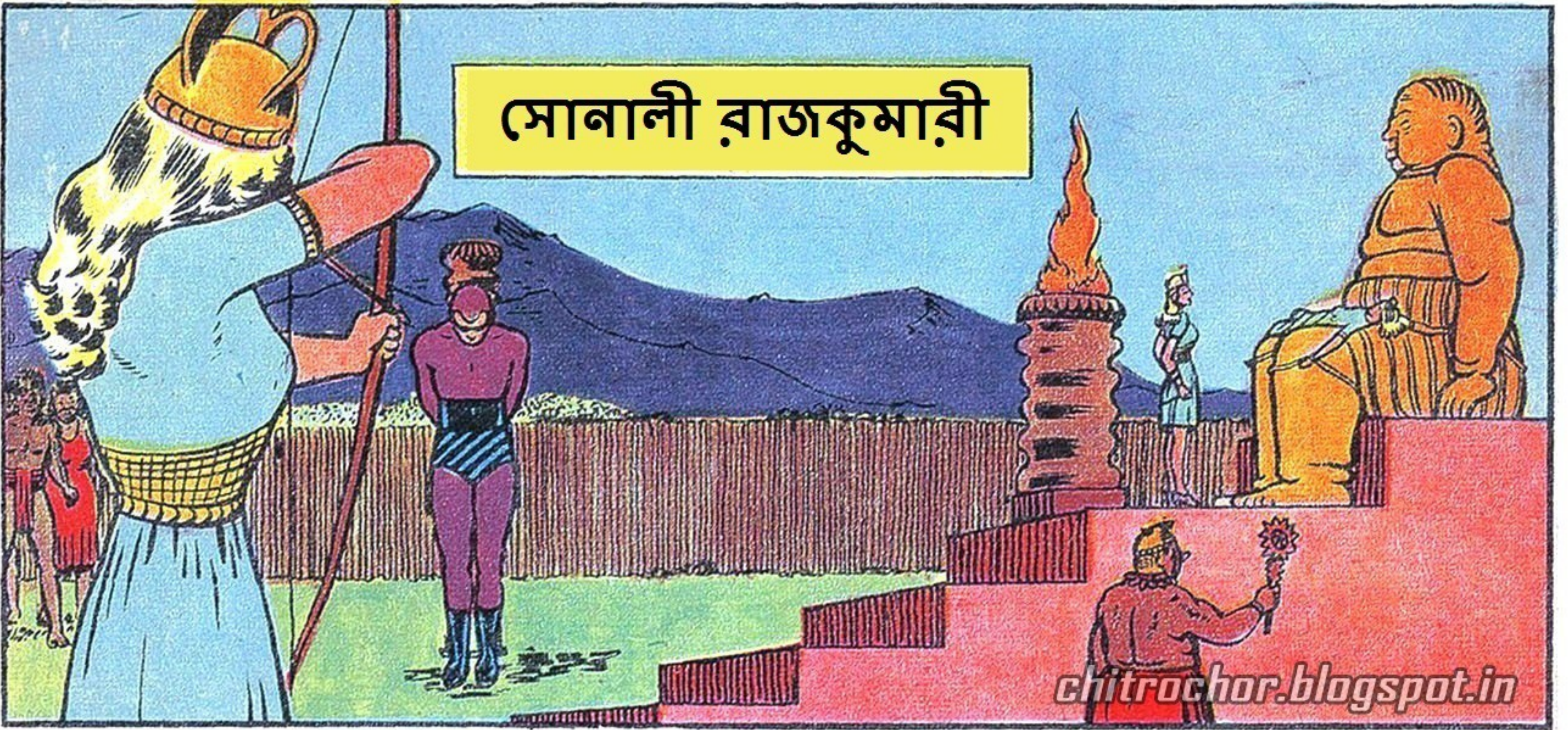
chitrochor.blogspot.in



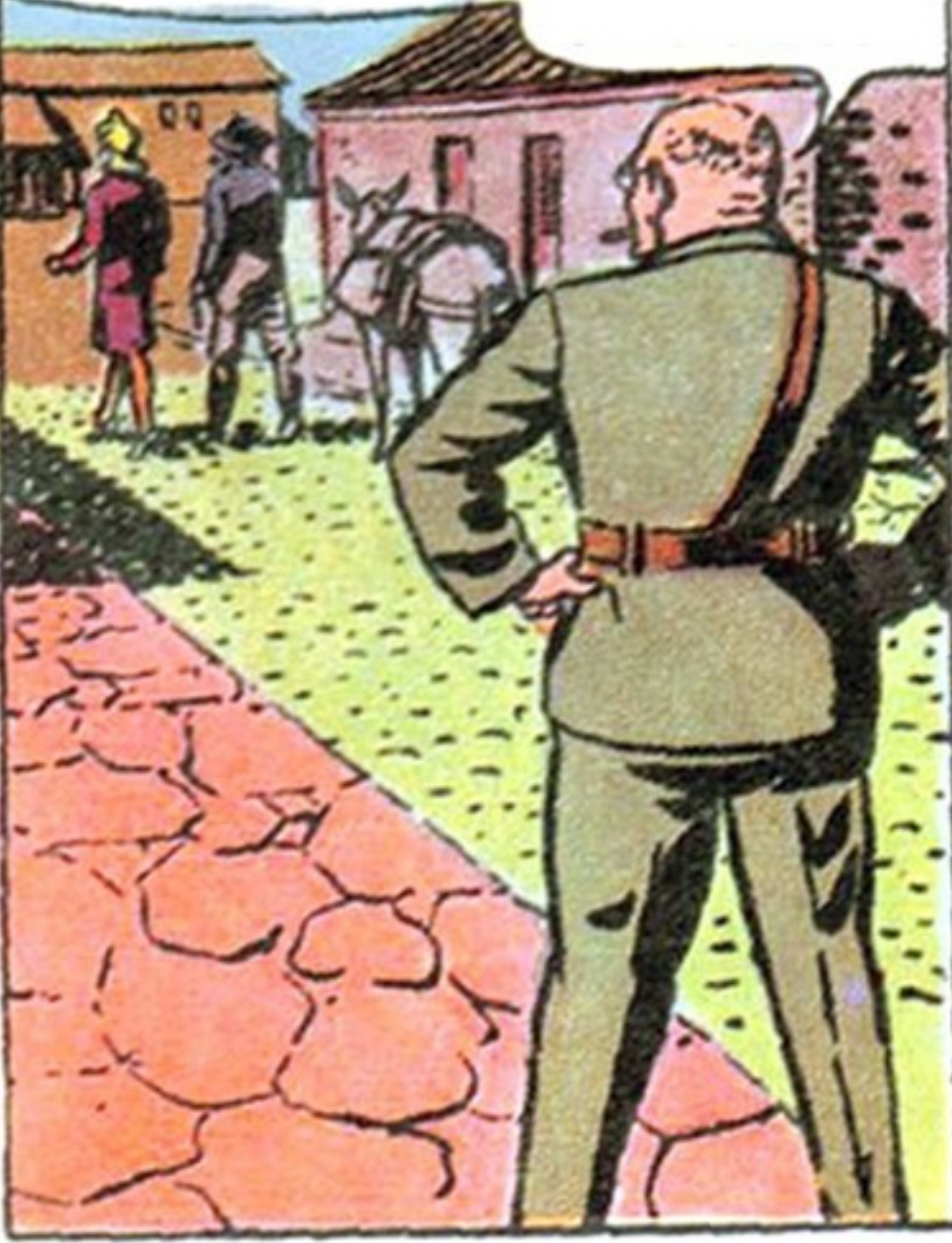
কোনো পাবলিক স্কুল না দেখলে যেন কুঞ্জুর ইংল্যান্ড ভ্রমণ
অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ইটন কলেজ ১৪৪০
সালে ষষ্ঠ হেনরি স্থাপন করেন। লন্ডনের কয়েক মাইল দূরেই
উইন্ডসর কাসলের গায়েই এটি রয়েছে।

chitrochor.blogspot.in

সোনালী রাজকুমারী



পাগলা জেড, আর এক পাগলী মেয়ে! খুঁজতে যাচ্ছে কাকে, না, এক আজগুবি অছুতুড়ে বেতালকে! আদৌ শেষ পর্যন্ত ফিরে আসবে কিনা সেতাই ভাববার বিষয়!!



গভীর অরণ্য আর কত দূর, জেড?

প্রায় এসে পড়েছি, মা জননী।



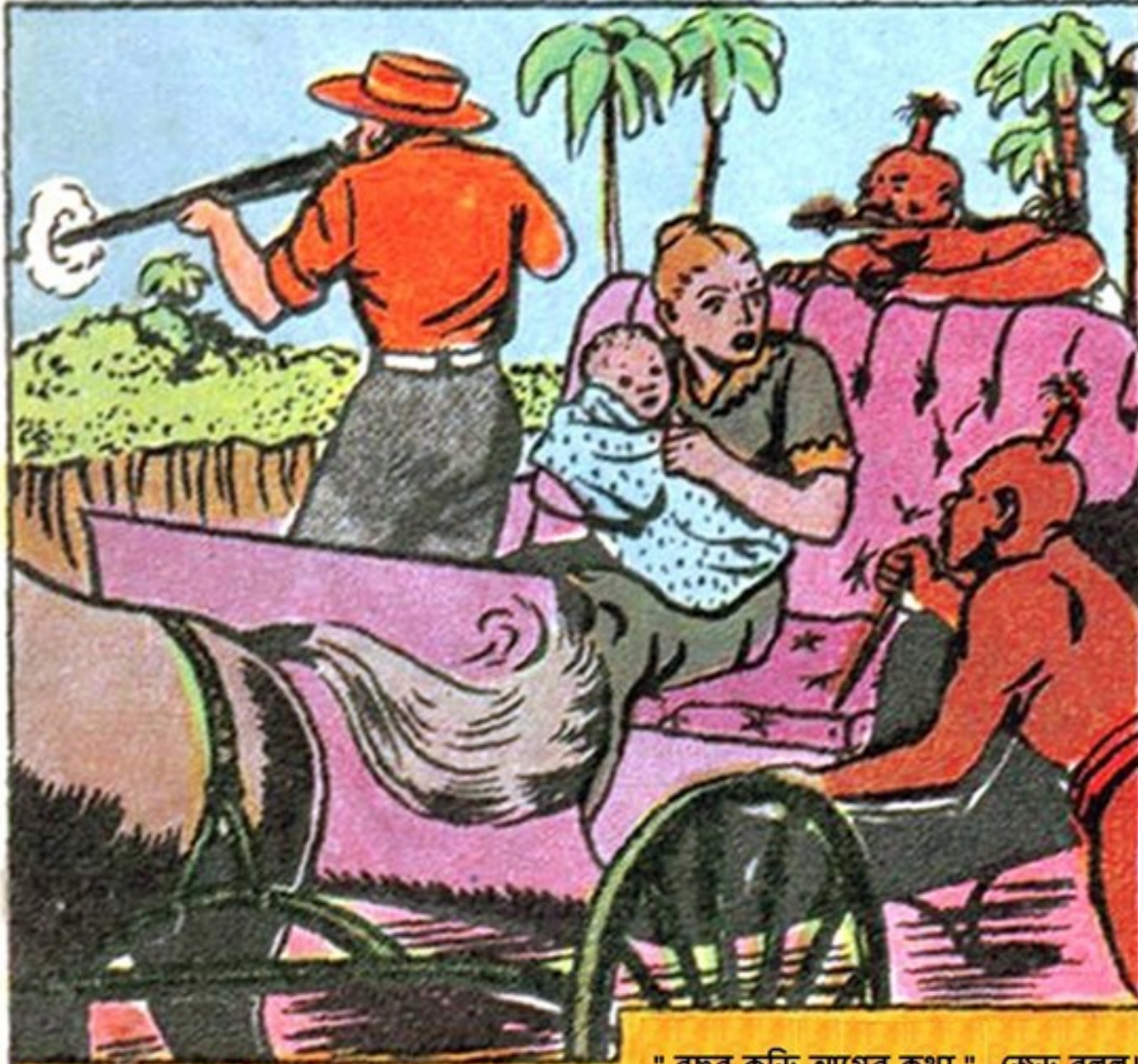
পাগলা জেড ভামানাকে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পথ দেখিয়ে বেতালের কাছে নিয়ে চলেছে।

জেড, তোমাকে তো যথেষ্টই চালাক চতুর আর দায়িত্বশীল বলে মনে হচ্ছে। তাহলে ওরা তোমাকে 'পাগলা' বলে কেন গো?

কারণ, আমি যে কখনো খোঁজা খামাইনা, মা গো।

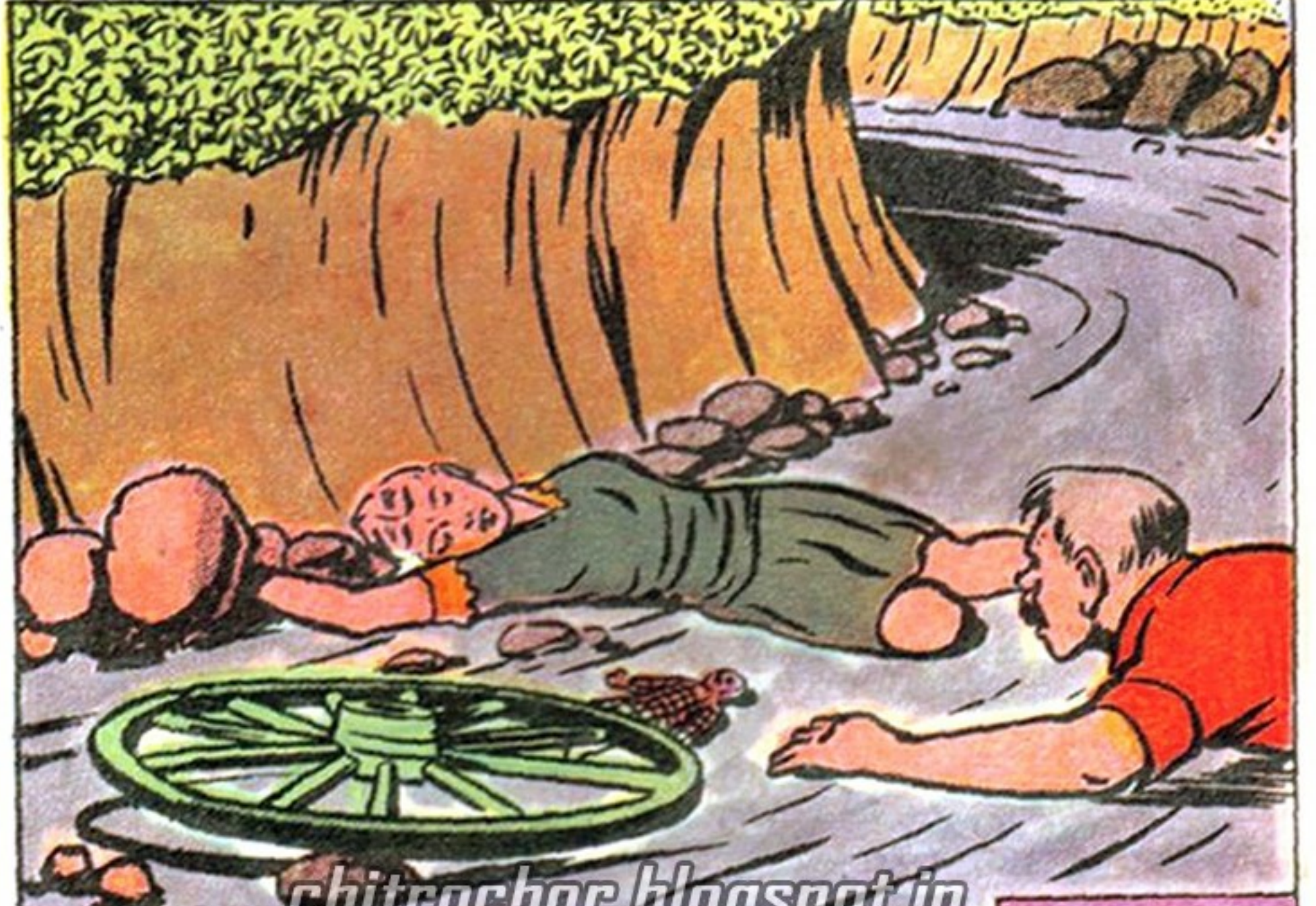


chitrochor.blogspot.in



"বছর কুড়ি আগের কথা", জেড বলল।

"আমি আমার বৌ আর বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে শহরে আসছিলাম। এমন সময় পাশের ঝোপ থেকে জনা কয়েক আদিবাসী জংলী আমাদের ওপর চড়াও হয়।"



chitrochor.blogspot.in

"আমি বিচ্ছিন্নি ভাবে জখম হলাম", জেড বলে চললো, "টাকা পয়সা সব চুরি গেলো, বাচ্চাটাকে নিয়ে পালালো, আর আমার বৌ প্রাণ হারালো।"

আমি আমার বাচ্চা মেয়েটাকে ফিরে পাবার আশা এখনো ছাড়িনি। তাই জঙ্গলের পথে পথে আজও তাকে খুঁজে বেড়াই। এই জল্যেই তো ওরা আমাকে 'পাগলা' বলে।



কিন্তু জেড, আজ কুড়ি বছর বাদে যদি তুমি তাকে দেখতেও পাও, চিনতেই তো পারবে না।

হয়তো বা তাই। মেয়েটা যখন চুরি গেলো, তখন ওর গলায় বসানো ওর মায়ের গলার মতল এইরকম একটা লকেট ছিলো। আমার ধারণা এখনো ও সেই লকেটটা পরে থাকবে।



chitrochor.blogspot.in

জেড!!

ভুলেও বলুকে হাত দিওনি মা! তালে দুজনেই একসাথে অন্ধা পাব। এরা সব বিষাক্ত তীরধারী জংলীরা।



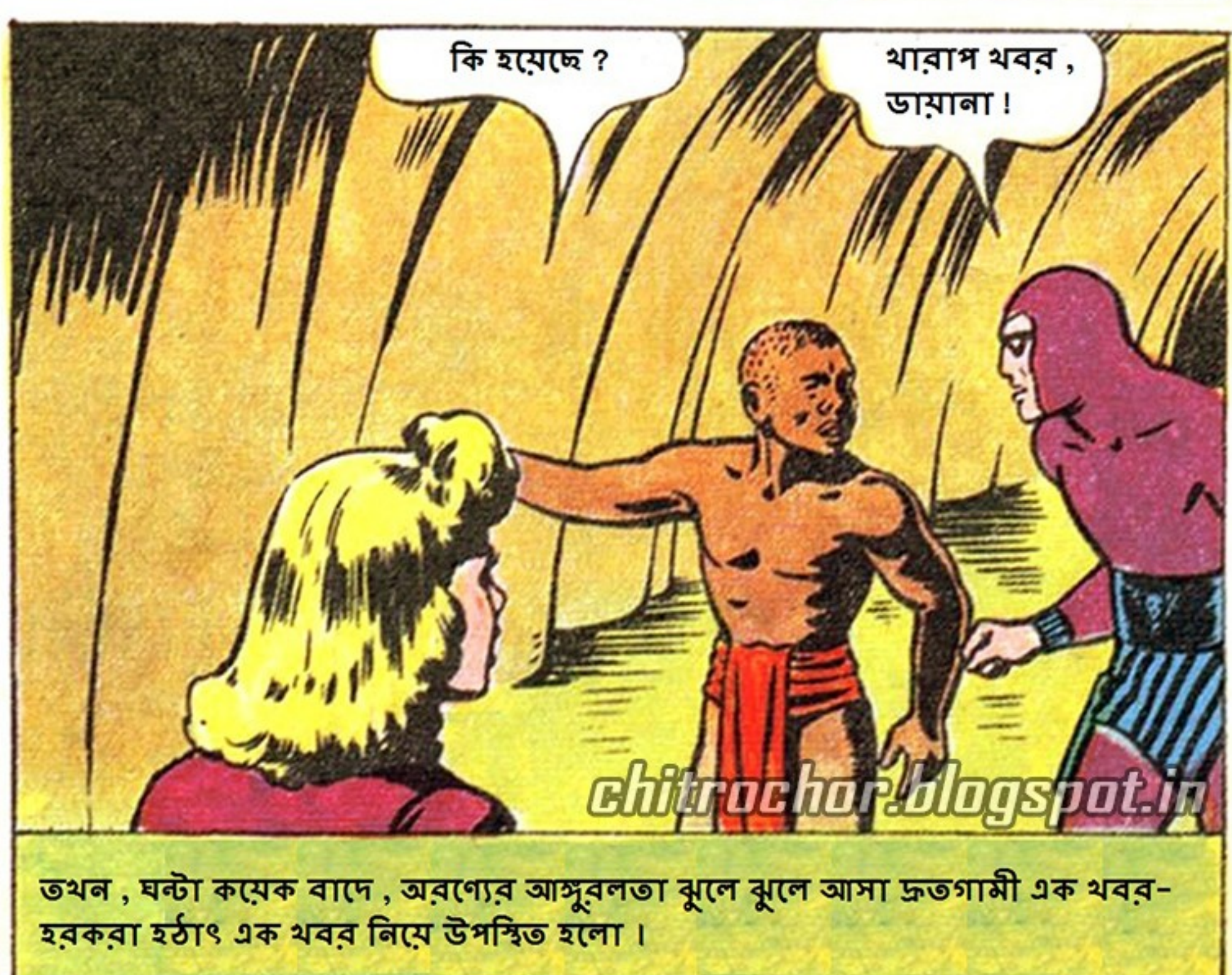
হঠাৎ কোথেকে একটা তীর ছুটে এলো।



পাগলা জেড ডায়ানার পিছু নিয়ে গভীর
অরণ্যে যাবার চেষ্টা করল। কিন্তু বিষাক্ত
তীরধারী ব্যান্ডররা তাকে আটকে দিলো।

বুড়ো জেড আবার ভারাক্রান্ত মনে তার
কুড়ি বছর আগে চুরি যাওয়া মেয়েকে
খোঁজা শুরু করে দিলো।

ডায়ানাকে পিগমিরা শেষ পর্যন্ত গভীর অরণ্যে নিয়ে
গেল।





যাক, তুমি দেখছি নিজের দায়িত্ব নিজে ভালো মতই নিতে পারো। তাহলে আসতে পারো আমার সাথে।

তুমি জানতে না বুঝি? ওটা এত সুন্দর ছিলো যে মারতে ইচ্ছেই করছিলো না। কিন্তু নিজের দায়িত্ব তো নিজেকেই নিতে হবে।

আমরা ঠিক পথেই এগোচ্ছি। কিন্তু ওরা অনেক দূর এগিয়ে রয়েছে ডায়ানা।

ওই পাহাড়গুলো ডিম্বোতে হবে? বড্ড উচু যে--

chitrochor.blogspot.in

এই শটকাটে যাওয়া যাক। ঘণ্টা খানেক সময় বাঁচবে।

ওপরে উঠবে কি করে?

ধরে থাকো, টেনে তুলছি আমি।

সহজেই হয়ে গেলো।

বাববা, ভেবেছিলাম ওখানেই রয়ে যাব, উঠতে পারবনা।

chitrochor.blogspot.in

কি হয়েছে রে বাঘা? আরে ----

দ্যাখো

টিলার ওপরে --- পিছু হটার কোনো রাস্তা নেই।

chitrochor.blogspot.in

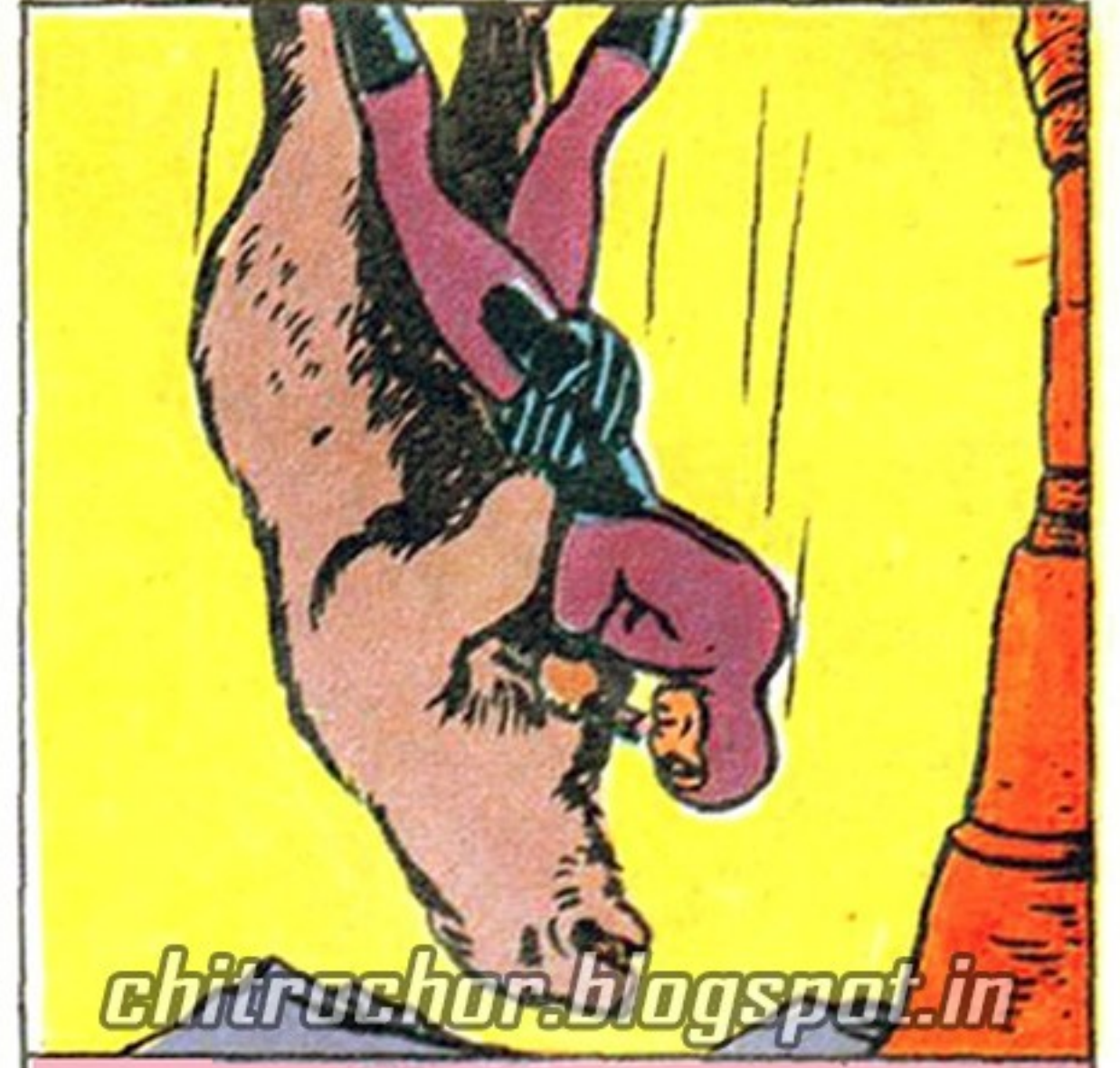
দানবটার ওপর বেতাল গরম সীসা ঢেলে দিলো।



ততক্ষণে পাহাড়ি দানবটা বেতালকে তার দুই কঠিন হাতের মধ্যে জাপটে ধরেছে। পাছে বেতালের গায়ে লেগে যায় এই ভয়ে ডায়ানা গুলি ছুঁড়তেও ভরসা পাচ্ছে না।



অল্প সময়ের ধস্তাধস্তি, তারপরই বেতাল আর ওই বিশাল দতিটি পা হড়কে নিচে পড়ে গেল।



পাহাড়ি ভালুকের আলিঙ্গনের মধ্যে থেকে পাহাড়ের গা ঘেঁসে পড়তে পড়তে বেতাল আচমকা মুলি-দের সেই সোনালি ফলাওলা বর্শাটা ভালুকটার বুকে সটান গেঁথে দিলো।



তারপর আছড়ে পড়লো পাহাড়ের নিচে।



নিচে পড়ার আগেই ব্যাটার ভবলীলা সাজ হয়ে গেছিলো। ভাগ্যিস ওর ধুমসো গায়ের ওপর পড়েছিলাম !

তুমি পড়ে যাচ্ছ দেখে আমার তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড়।



তাড়াতাড়ি এখান থেকে নিচে না নামতে পারলে তো এখানেই জমে মরবো দুজনে !



এই শক্ত বরফের ওপর দিয়ে নামবোটা ছাই কি করে ?
আরে !!

হট করে পা পিছলে যাওয়াতেই ডায়ানা নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই পেয়ে গেলো।



চোখের নিমেষে বরফের ঢাল বেয়ে ডায়ানা হড়কে পড়লো। সাথে সাথে বেতালও দিলো এক লাফ।



পড়তে পড়তে পড়তে পড়তে বেতাল, ডায়ানা আর বাঘা তিনজনে গিয়ে পড়লো এক পাহাড়ি খরস্রোতা নদীতে।



বরফ ঠাণ্ডা জলে ডায়ানা নিখর হয়ে পড়েছে।
বেতাল গিয়ে পৌঁছিল তার কাছে, তারপর এক্সপ্রেস
ট্রেনের গতিতে শ্রোতের অভিমুখে ধেয়ে চললো
দুজনে।

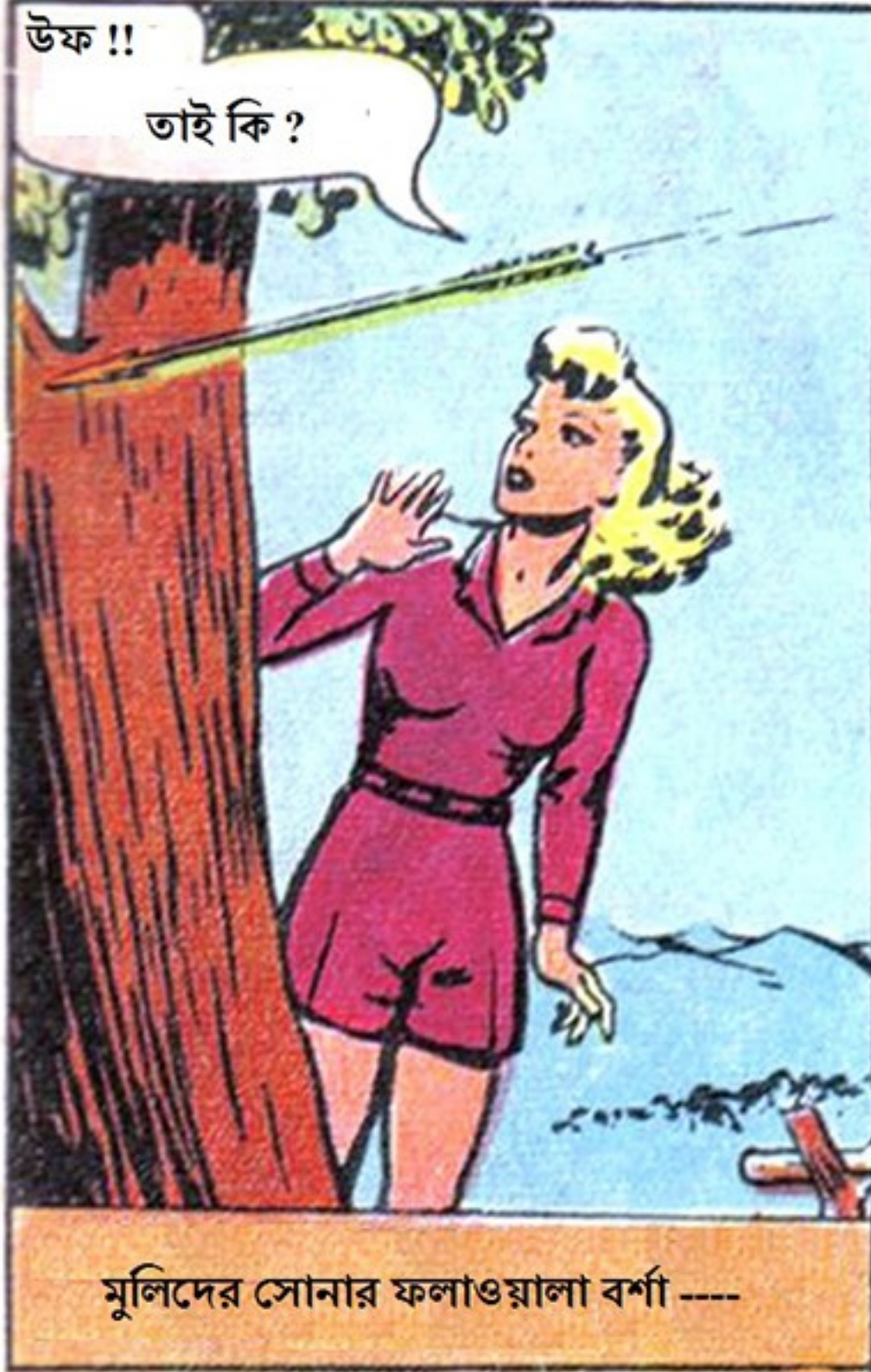


পাহাড়ের নিচে জলের ধারা যত চওড়া হয়ে এসেছে, শ্রোতও
তত কমে এসেছে।



উফ, আঙনের
তাপটা পেয়ে
বাঁচলাম।

মনে হচ্ছে আমরা
পাগলা জেডের খুনি
ওই মুলিদের
হৃদিশটাই হারিয়ে
ফেললাম।



উফ !!

তাই কি ?

মুলিদের সোনার ফলাওয়ালা বর্শা ----



এখানে থাকো
ডায়ানা। আমি
আসছি।



দ্যাখ বাঘা এই বর্শার
ফলাটা, একেবারে খাঁটি
সোনা।

ডায়ানা, মরণ কিন্তু তোমার নাকের ডগায়, প্রাণটা
সুতোয় বুলছে !



তাহলে তোমরাই সেই বর্শা ছুঁড়িয়ে
দল - বোপের আড়াল থেকে একটা
মেয়েকে মারতে যাচ্ছিলে এমন বীর !?

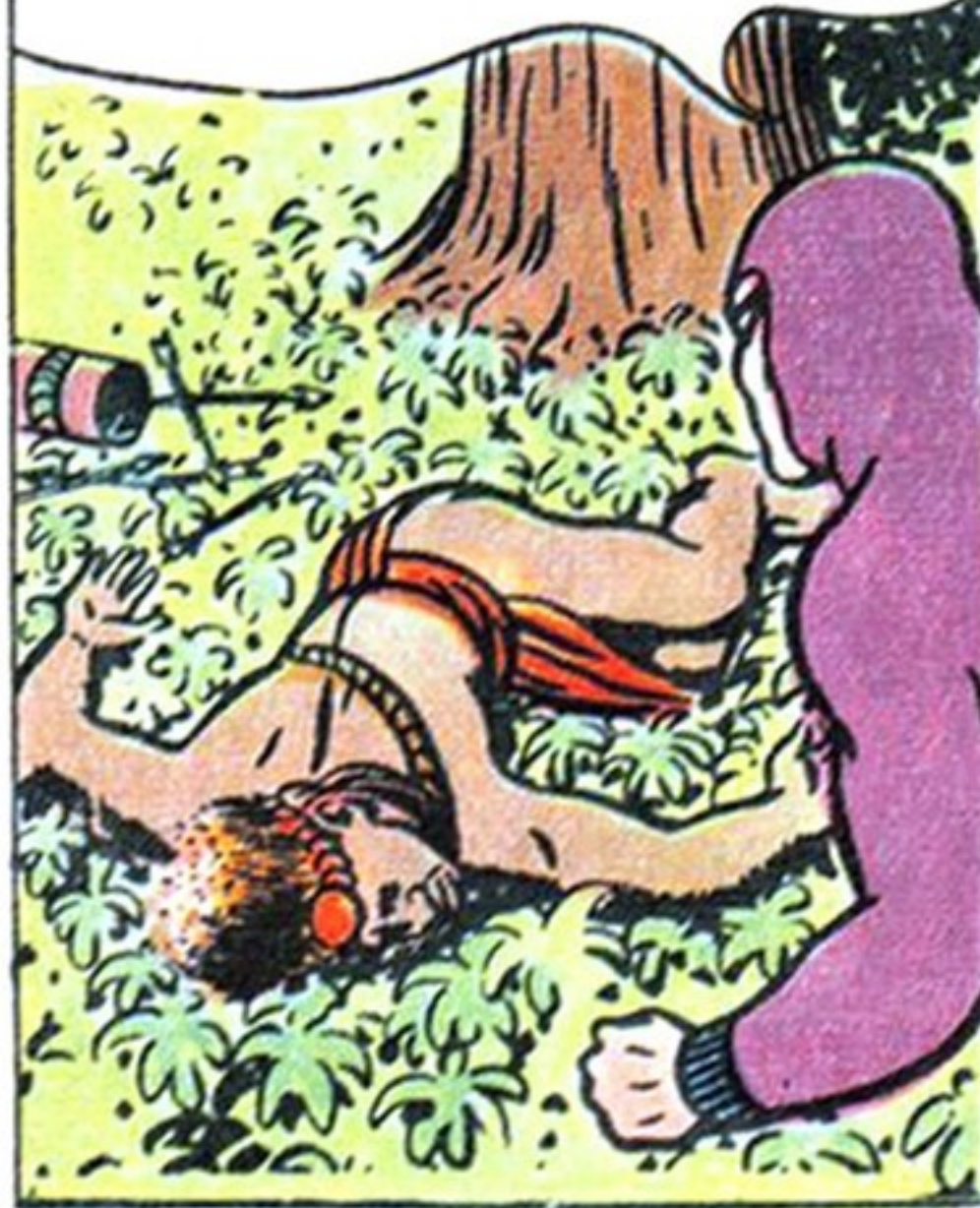
chitrochor.blogspot.in

তুমি একজন
মুলি, বেশ
বেশ!



যোদ্ধাটা যথেষ্ট লড়াই করলেও বেতালের
বজ্রমুষ্টি এসে পড়ায় শেষমেশ হার স্বীকার
করতে হল তাকে।

একদম জেডকে যারা মেরেছিল, তাদের
মতন। আর ভয় নেই ডায়ানা।



ডায়ানা !!



কিন্তু ডায়ানা গায়েব !! আর, বাঘা
পড়ে আছে নিখর হয়ে ----

খুব লেগেছে বাঘা? কি বিচ্ছিরি
ব্যাপার বল দেখি? কিন্তু ডায়ানা
কোথায় গেল?



বেশি দূরে নয়, দুই মুলি যোদ্ধার সাথে
ডায়ানা চলেছে। সে ভয় কিন্তু পায়নি, জানে
বেতাল ঠিক কাছাকাছির মধ্যেই আছে।



chitrochor.blogspot.in

মুলিদের গ্রাম। ডায়ানা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো।
সোনার ছাদ, সোনার দেওয়াল, সোনার খুঁটি, চারদিক
সোনায় মোড়া।

এই অদ্ভুত মহিলাটি বিনা
অনুমতিতেই আমাদের
দেশে ঢুকে পড়েছে, সর্দার।

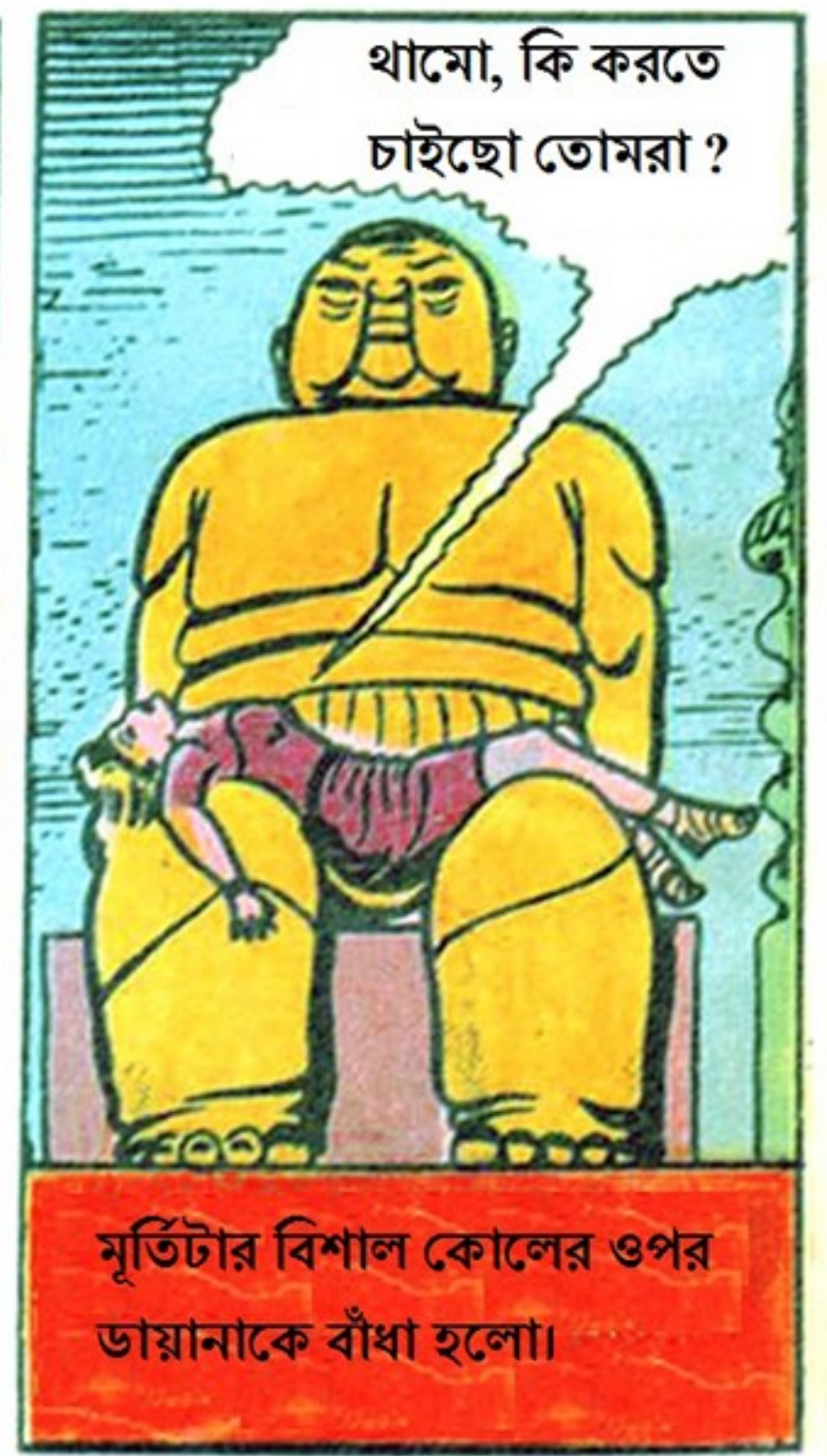


ওকে আনা হলো মুলিদের মোটকু সর্দারের কাছে। সর্দার ডায়ানাকে
তার কুতকুতে চোখ দিয়ে যেন চাটতে লাগলো।

ওকে মুলি-ও-মুলি আর
সোনালি রাজকন্যের জন্য
তৈরি করে আন রে --



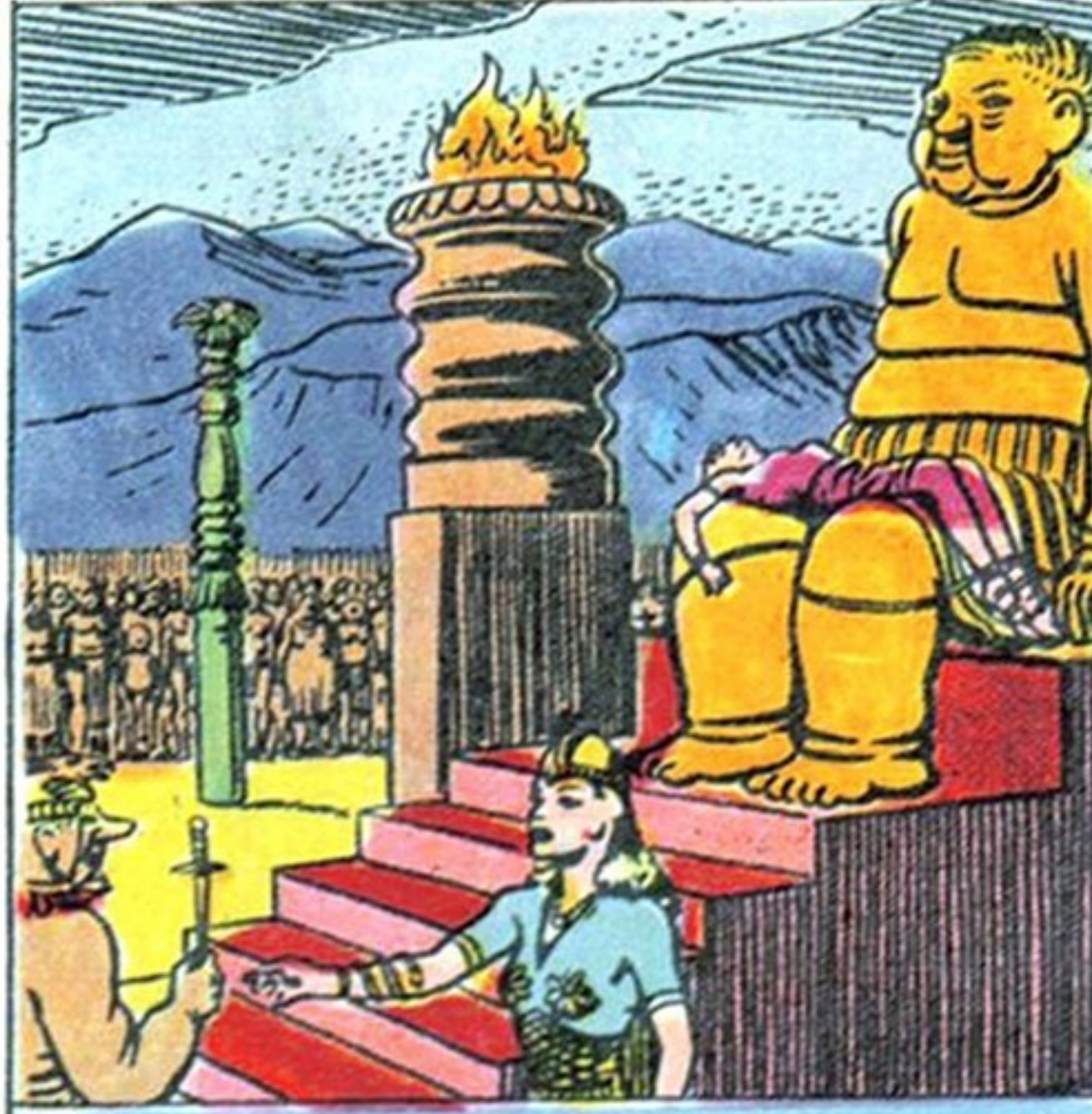
ডায়ানা এবার ঘাবড়ে গেল। তার
মাথা ঘুরতে লাগলো। সে ভাবছে,
মুলি-ও-মুলিটা আবার কি?





chitrochor.blogspot.in

তারপর ভেতরের রক্ষীদের হটিয়ে সোনার তোরণের মধ্যে দিয়ে সে গিয়ে পৌঁছল সোনালি গ্রামের ভেতরে।



সর্দার সোনালি রাজকুমারীর হাতে তুলে দিয়েছে একটা ধারালো ছোরা।



এসব কি? ~
ডায়ানা?!

বেতালের চোখে পড়লো
এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য!



ওফফ, যথেষ্ট
হয়েছে এসব।

এবারে শঙ্কিত ডায়ানা তার ভবিতব্য নিয়ে চিন্তায়
পড়ে গেলো। মুলি দেবতার সামনে জ্যান্ত বলি !!!



সোনালী রাজকুমারী নির্বিকার চিত্তে শান্ত
ভাবে তার দিকে এগিয়ে আসছে -- হাতে
উদ্যত ছুরি!

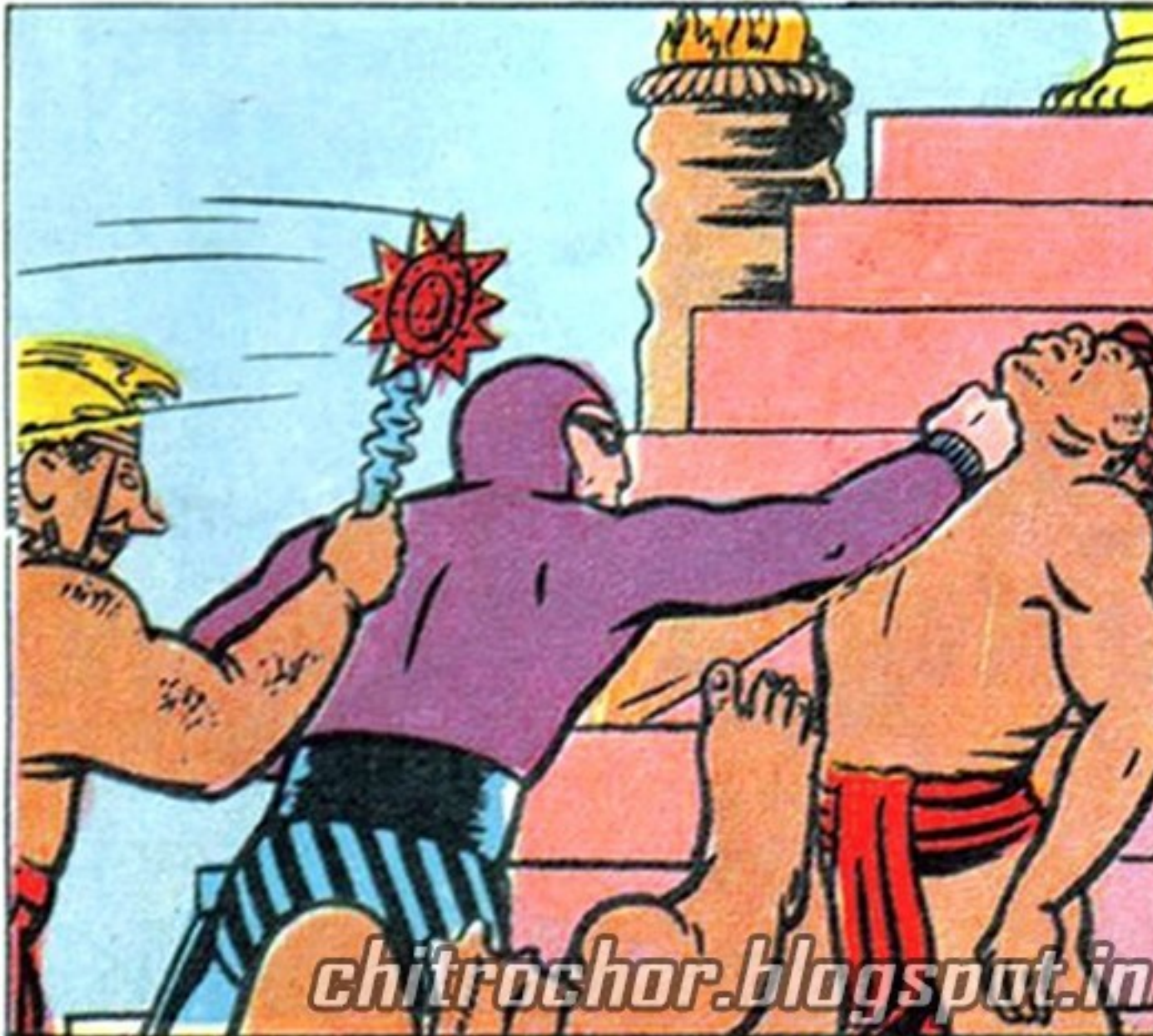


থামো!

এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে একটা
চিৎকার ----



পাগলের মত লড়াই করতে করতে বেতাল মূর্তির
সামনের ডজন খানেক যোদ্ধাকে ঘায়েল করে
ফেলল।



রনং দেহি সেই আগন্তুক যতই মূর্তির কাছে এগিয়ে যেতে
থাকলো, গোটা গ্রামে ততই হুলস্থুলু পড়ে যেতে লাগলো।



কিন্তু, শেষমেশ আর পেরে
উঠলো না।



জনতার দম বন্ধ করা অবস্থা। সারাটা গ্রাম
এক্কেবারে নিশ্চুপ।



কি হল, সোনালি
রাজকন্যে?

chitrochor.blogspot.in



নাঃ, আমি
পারব না।

সব আশায় জল --- এ কি হলো?



এই বিদেশী আমাদের সব কিছু অপবিত্র করে দিয়েছে।
মুলি-ও-মুলি তাই এবার আমাদের বলি নেবেন না।



মেয়েটাকে আমার কাছে আনো।
আমি ওর সাথে কথা বলবো।

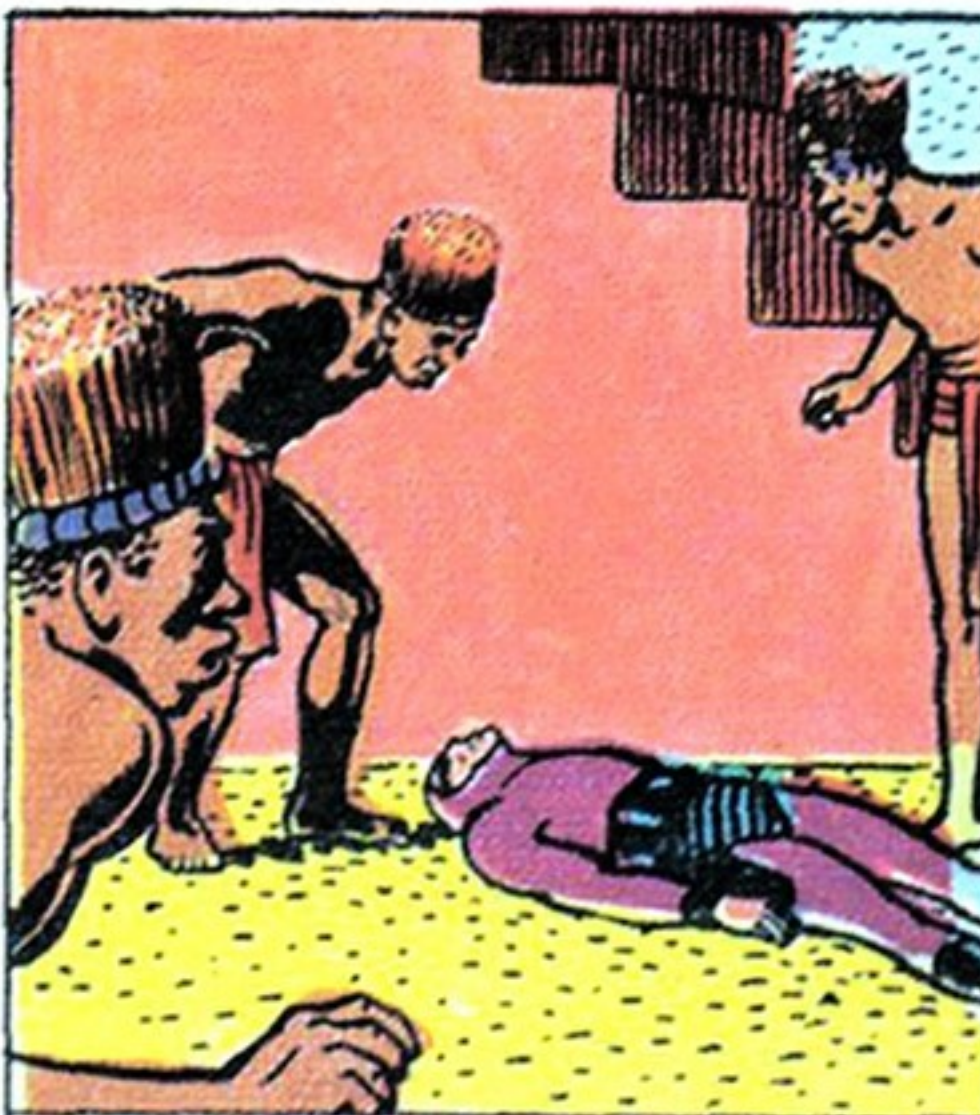
তাই হবে গো রাজকন্যে --

chitrochor.blogspot.in



কিন্তু - এবার? এবার ওকে নিয়ে
ওরা কি করবে?

ভায়ানাকে মূর্তির কোল থেকে নামিয়ে
আনা হলো।

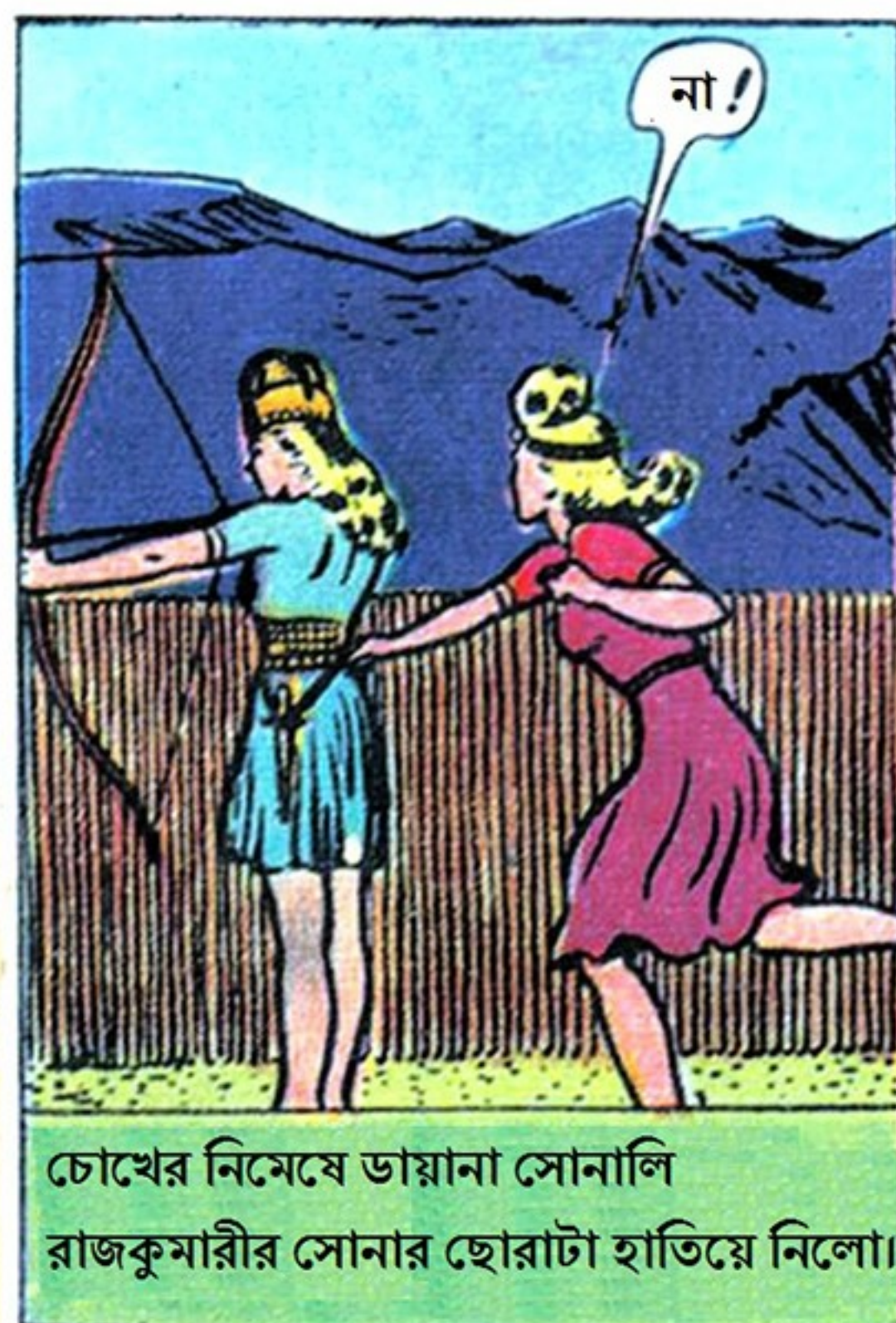
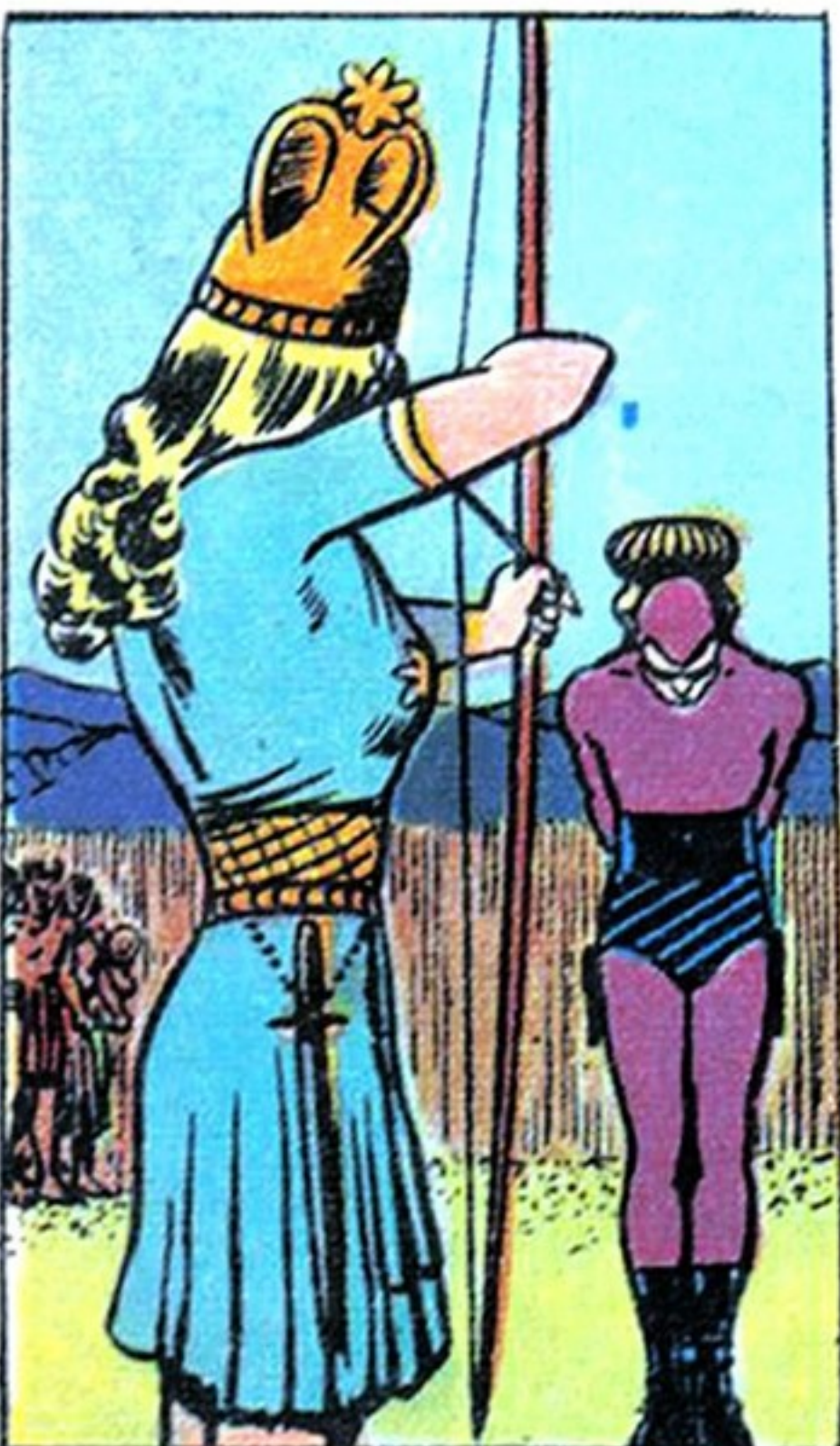


অচেতন বেতালকে অতি সন্তর্পণে তোলা
হলো -- মুলিরা ইতিমধ্যেই বেতালের
বজ্রমুষ্টির মহিমা টের পেয়েছে।



ভাগ্য করেই এসেছো বিদেশী! এই সোনার
তীর তোমার বুকে সটান গিয়ে বিঁধবে, তাও
কিনা আমাদের সোনালি রাজকন্যের হাত
দিয়েই ছোঁড়া হবে সেই তীর।

chitrochor.blogspot.in





ভয় নেই, তোমার কোন ক্ষতি
করবো না।

chitrochor.blogspot.in

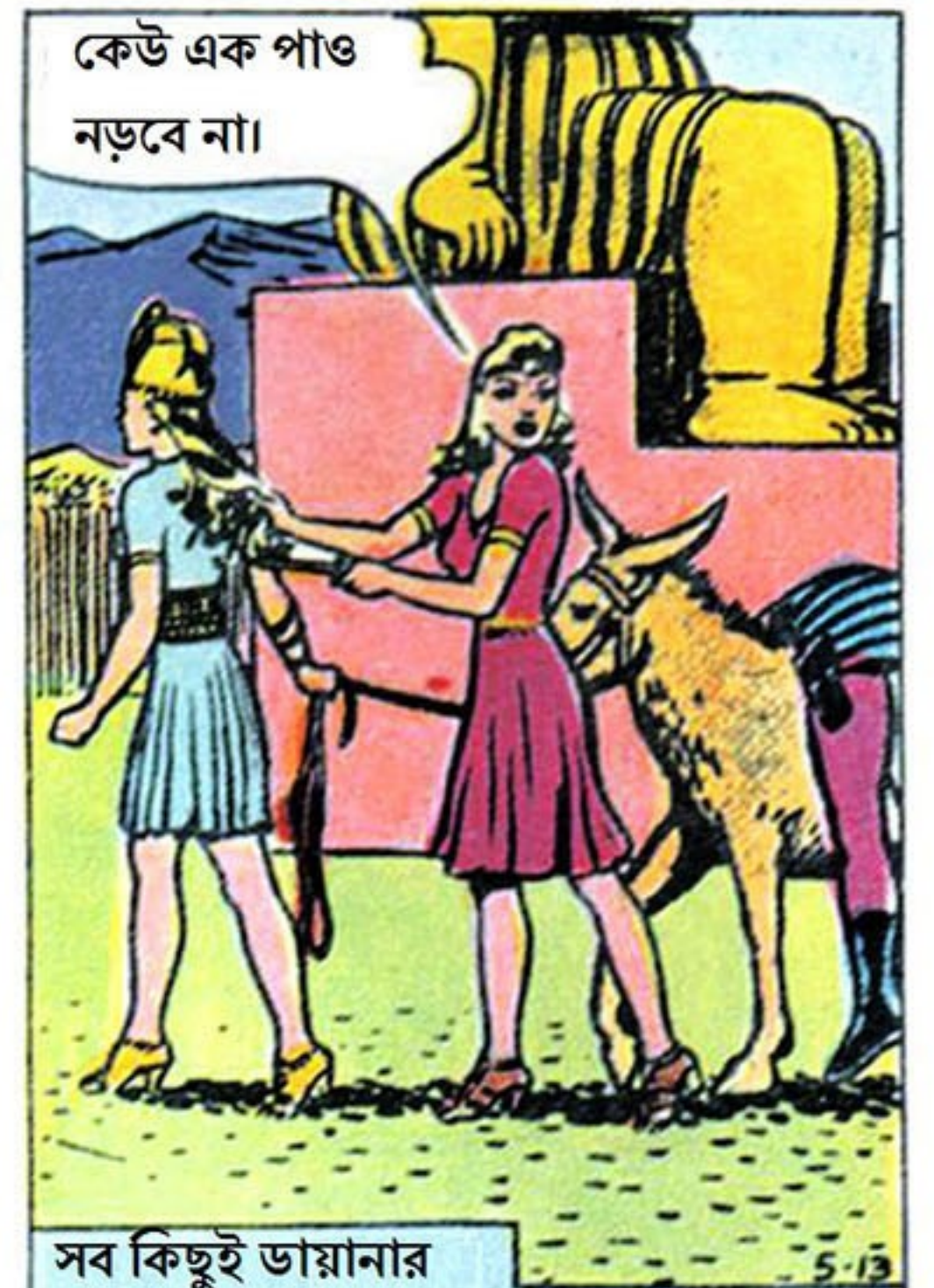
ডায়ানা রাজকুমারীকে ফিস্ ফিস্ করে বলল। ওদিকে
ডায়ানার নির্দেশে ক্রুদ্ধ জনতা বেতালের বাঁধন খুলে
দিতে বাধ্য হলো।



আমরা কিই বা
করতে পারি ?

সেই। নইলে তো
মেয়েটা
রাজকন্যেকে
মেয়েই দেবো।

ডায়ানার নির্দেশে বেতালকে বুড়ো
জেডের চুরি যাওয়া গাধাটার ওপর
চাপানো হল।



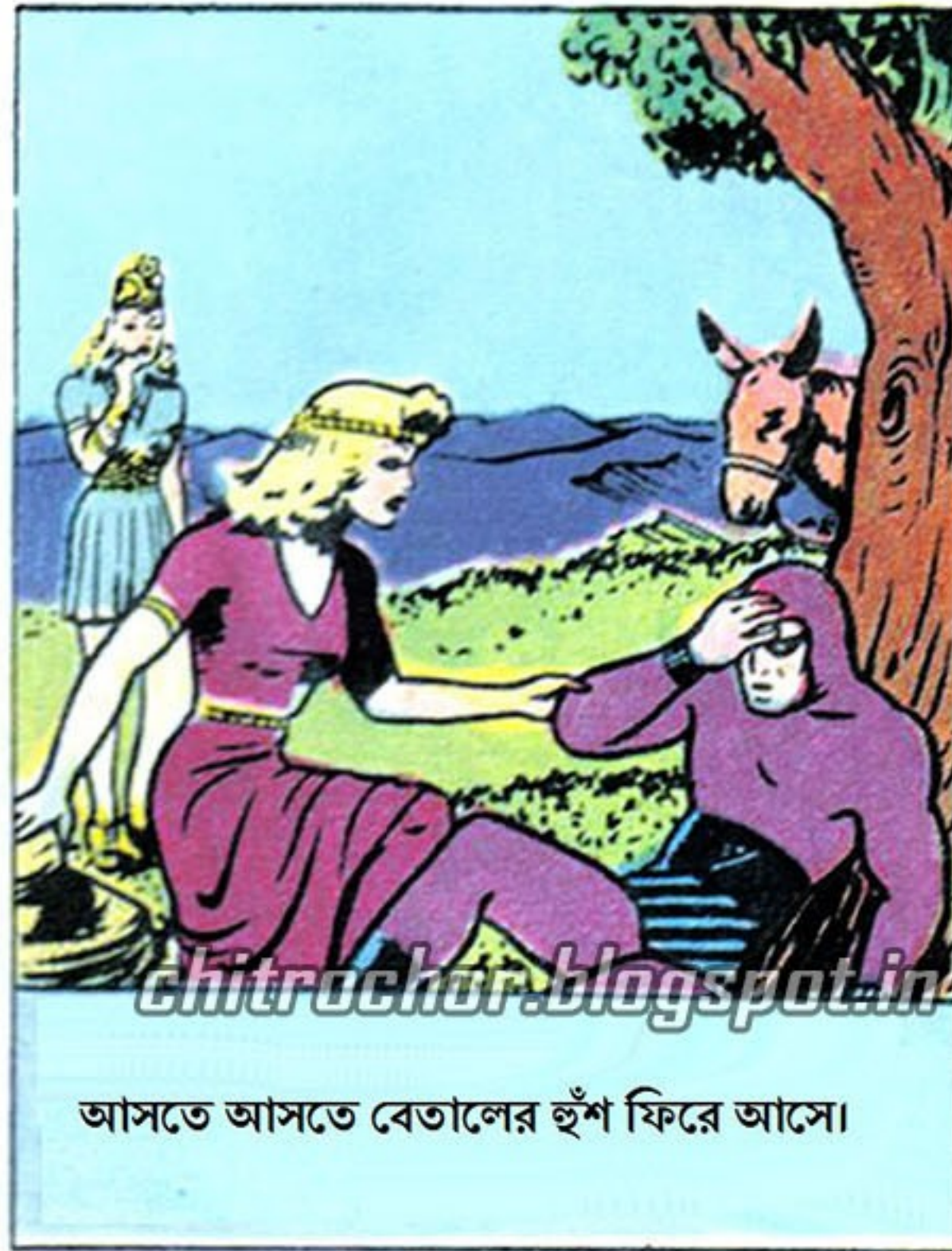
কেউ এক পাও
নড়বে না।

সব কিছুই ডায়ানার
মতলব মত চলতে লাগলো।



ওরা আমাদের
রাজকন্যেকে নিয়ে
পালালো যে !

আমরা ওদের
পিছু নেব।
ওরা কোথাও না
কোথাও ঘুমোবার
জন্মে থামবেই - তখন।



আসতে আসতে বেতালের হুঁশ ফিরে আসে।



ডায়ানা সোনা, কী
বলে যে তোমাকে
ধন্যবাদ দেব - তোমার
সাহসের তুলনা হয়
না।

আমি ভয় পেয়েই
গেছিলাম। কিন্তু
মেয়েটা তোমাকে
মারতে যেতেই মাথা
ঠিক রাখতে পারলাম
না।



তাহলে তুমিই সেই
কুখ্যাত সোনালি
রাজকুমারী। তা, তুমি
উদয় হলে কোথেকে
এবার বলো তো ?

উদয় হলাম ? আমি
তো বরাবরই মুলিদের
সাথে রয়েছি !

ওই দেখ, সেই
লাল লকেট ! এটা
তুমি পেলে কোথা
থেকে ?



ওটা তো আমি পরেই
থাকি। আরে !!! এটা তো
একদম আমারটার মত ?

এটা ছিলো তোমার মায়ের। তুমি যখন
ছোট্ট ছিলে এই মুলিরা তোমার মাকে মেয়ে
তোমাকে চুরি করে ছিলো। তুমি বুড়ো
জেডের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে।

chitrochor.blogspot.in

লোকে তোমার বাবাকে
বলতো পাগলা। কেন
জান? কুড়ি বছর ধরে
তিনি এক মুহূর্তের
জন্যেও তোমাকে খোঁজা
ছাড়েননি।

আর মুলিরা -
আমার বাবাকে
মেরেই
ফেলল ?

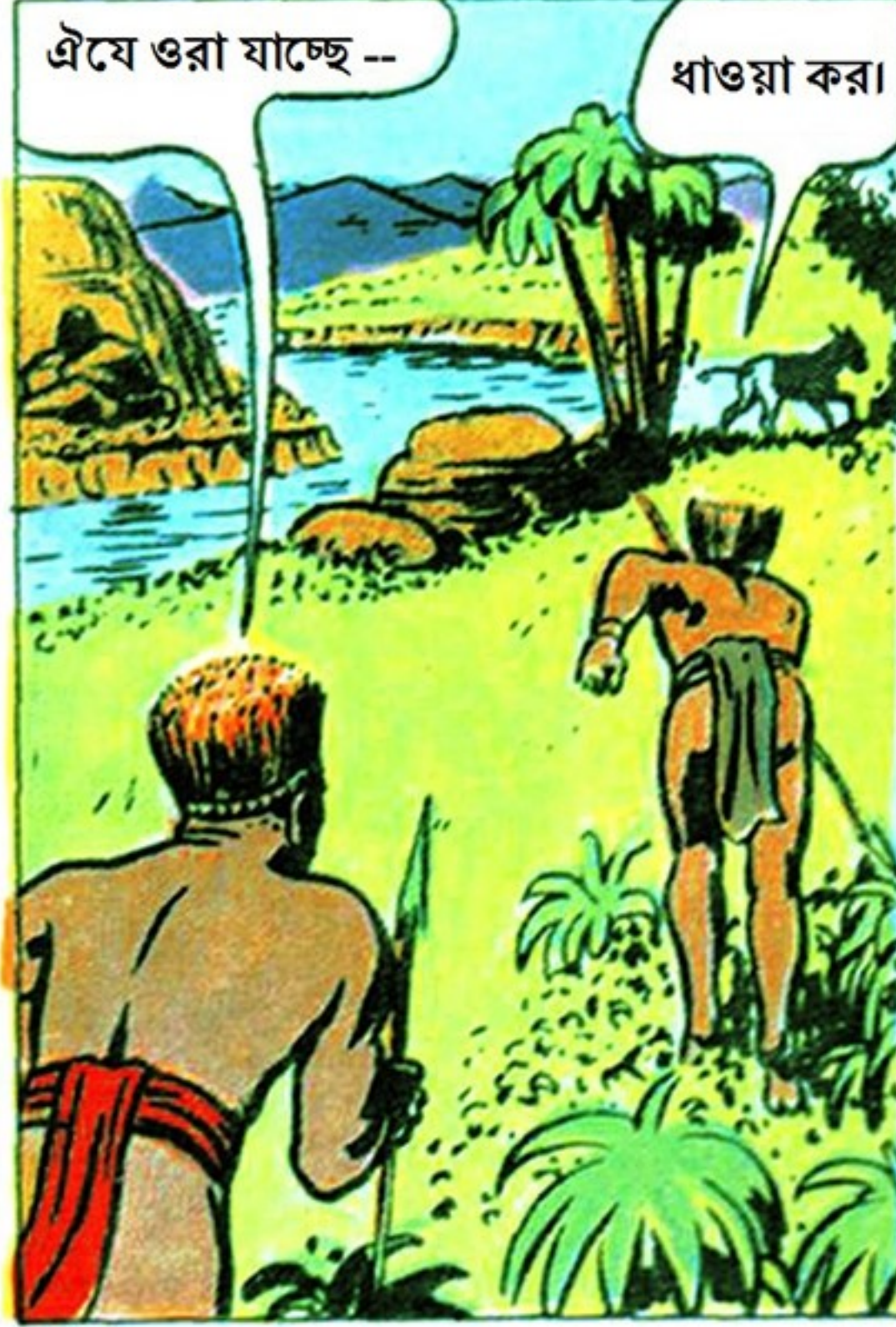
এইই, পায়ের
আওয়াজ !



রাজকুমারীকে হারিয়ে ক্রুদ্ধ মুলির দল এগিয়ে
আসে -- চোখে তাদের প্রতিহিংসার আগুন।



জলদি, এই
গুহার মধ্যে --



এয়ে ওরা যাচ্ছে --

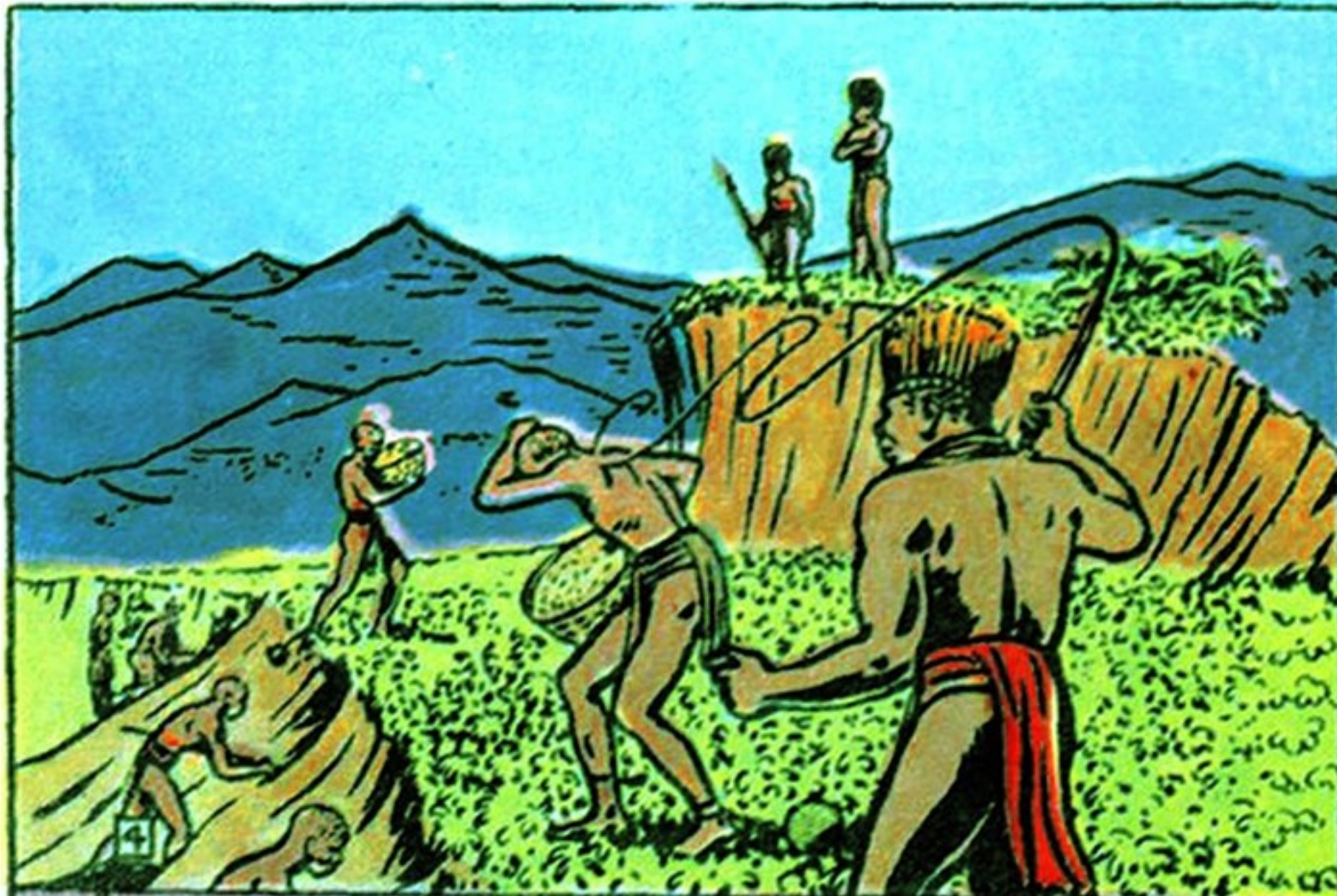
ধাওয়া করা।



এবার
ব্যাটাচ্ছেলেরা
ঘুরে মরুক।

তুমি মুলি-ও-মুলির
কাছে কতগুলো
বলি দিয়েছ ?

একজনকেও না !
তোমাকেও
মারতাম না। এটা
এই সর্দারের
মতলব।



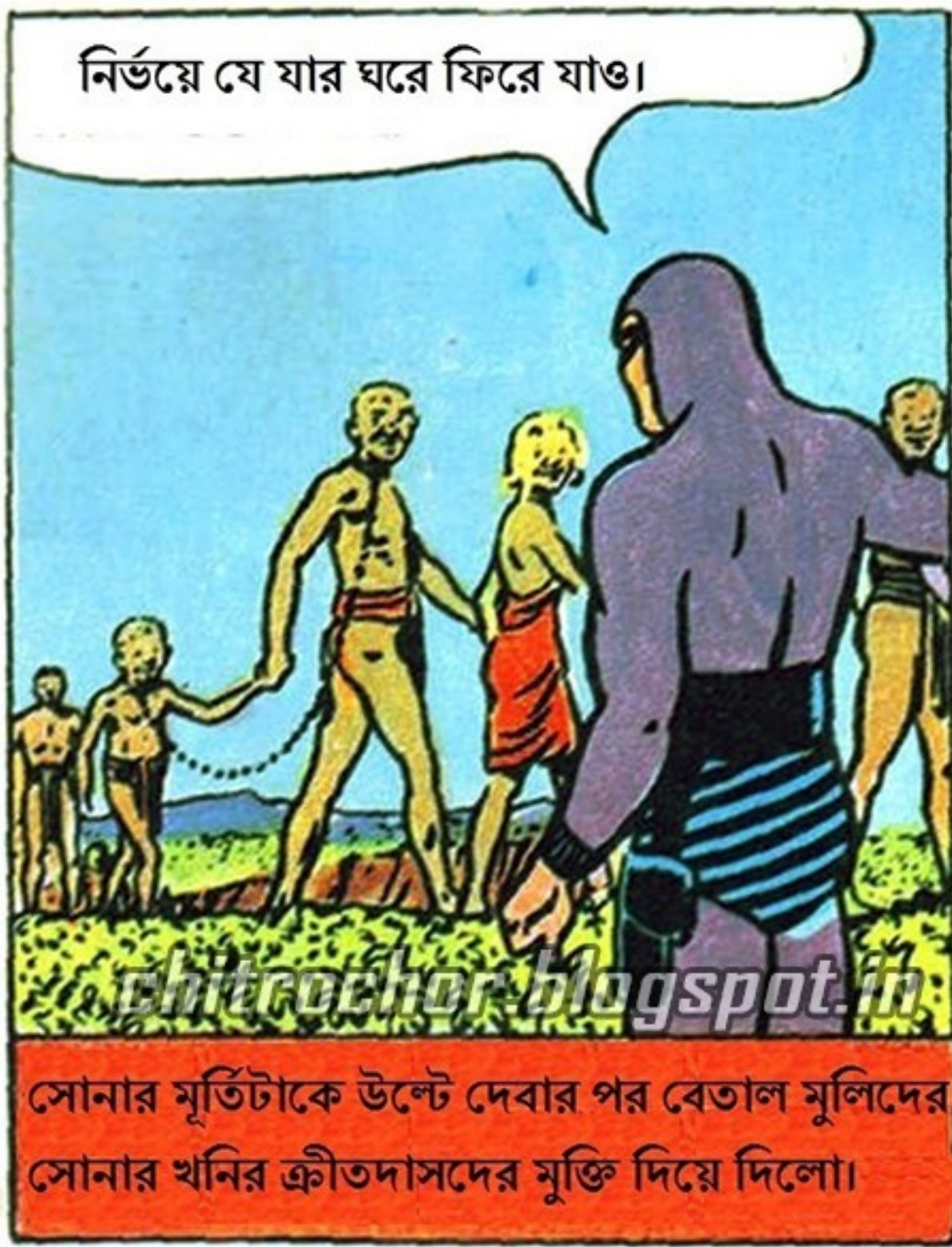
"মুলিরা সবচেয়ে ভালোবাসে সোনা।", রাজকুমারী বলে চলো। " তাই ওরা
ওদের বন্দীদের আমৃত্যু সোনার খনির মজুর হিসেবে কাজ করায়।"

সর্দার ভয় পেয়েছিলো, যদি দেশের শাসন
কর্তারা এই ক্রীতদাসদের কথা জেনে
যায়, তাহলে সে কামেলায় পড়বে। তাই ও
তোমাদের দুজনকে মারতে চেয়েছিলো।



chitrochor.blogspot.in





বিরক্ত করার জন্য
দুঃখিত, আপনিই কি
পাগলা জেডের বোন ?

হ্যাঁ, বেচারী ভাইটা
আমার ! কিন্তু তুমি
কে ? কোন সাহসেই
বা ---



chitrochor.blogspot.in

এই হল জেডের মেয়ে,
আপনার ভাইঝি ।



সোনালী রাজকুমারী

আমার ভাইঝি ? হ্যাঁ,
লকেটটা দেখে
চিনতে পারছি। আর,
মুখখানি তো
একেবারে মায়ের
মত ।

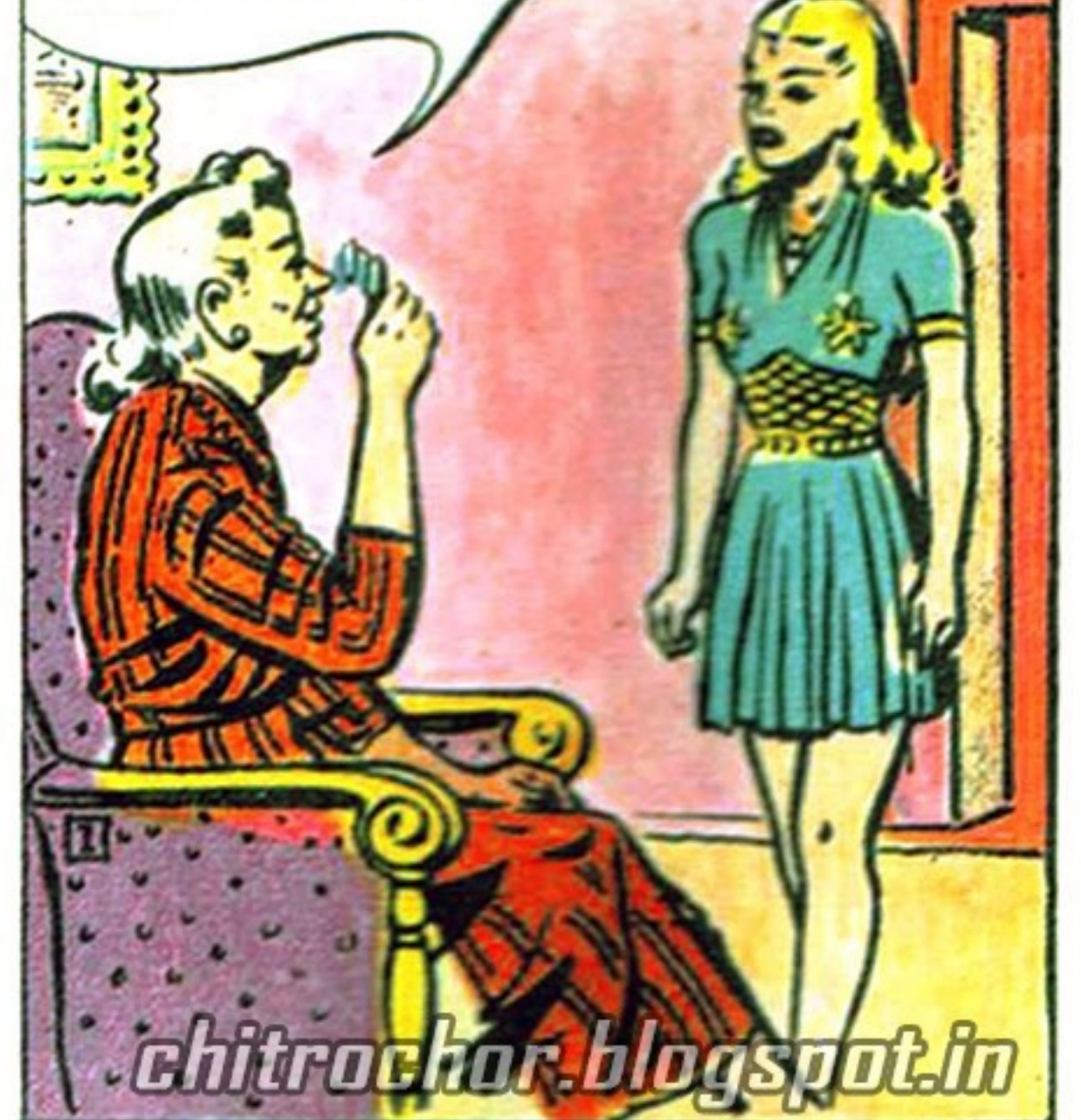
আমার
মা ?



তোর মনে পড়বে না রে। তোরা
বাবা আজ থাকলে কত খুশী
হত। আয় মা, আমার কাছে
আয় !



তোর জন্যে ভালো জামাকাপড়
কিনতে হবে, তোকে লেখাপড়া
শিখতে হবে, তারপর-



chitrochor.blogspot.in

তোমার কাছ থেকে
বিদায় নিতে
এলাম।



তোমাদের
কাছে ঋণী হয়ে
রইলাম। খুব মিস
করব।

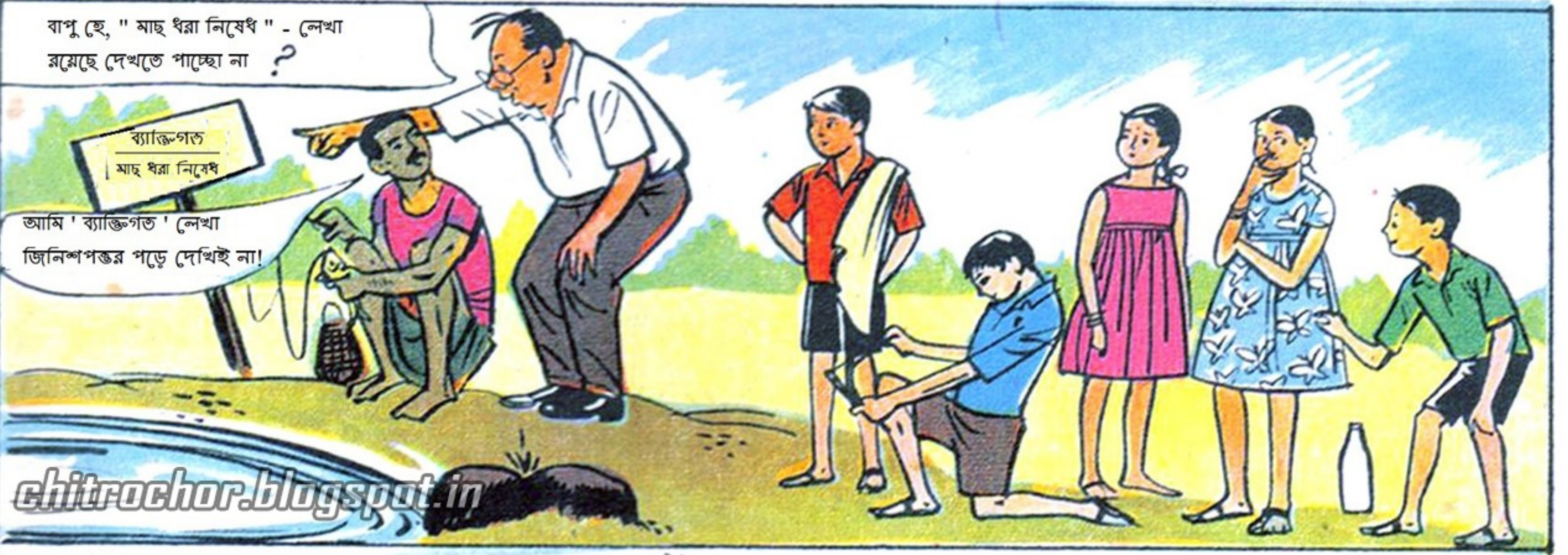


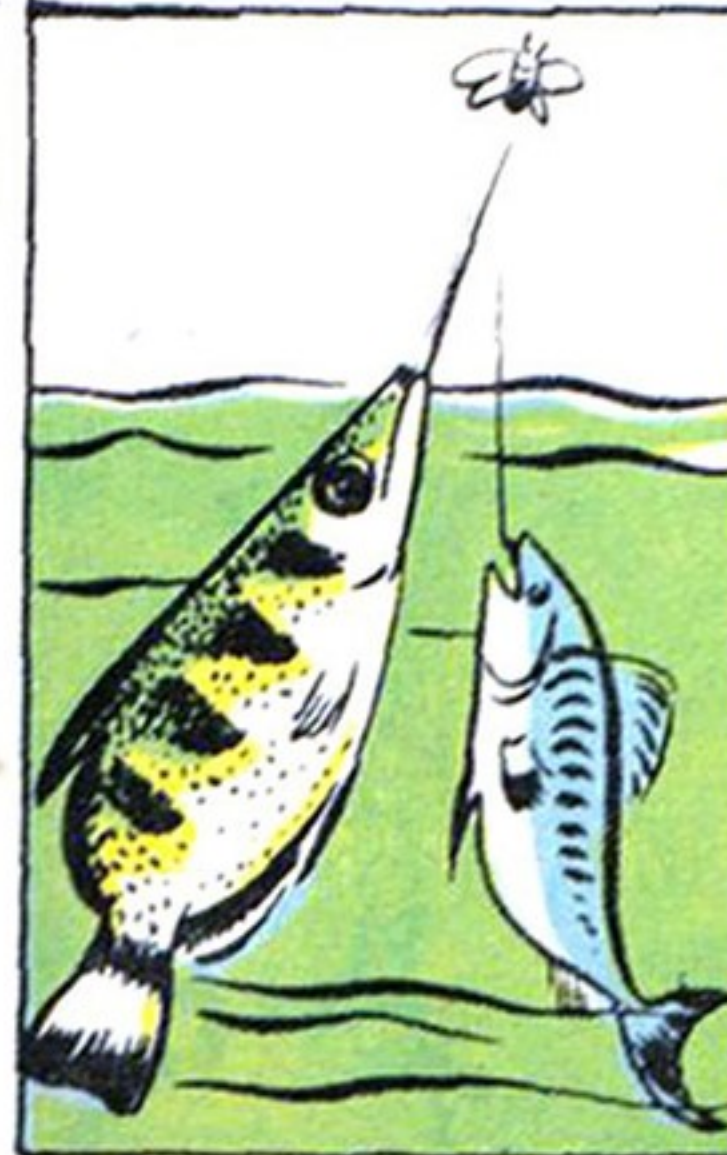
chitrochor.blogspot.in

মনে হয়, সোনালী
রাজকুমারী এবার
নিরাপদ হাতেই পড়েছে।

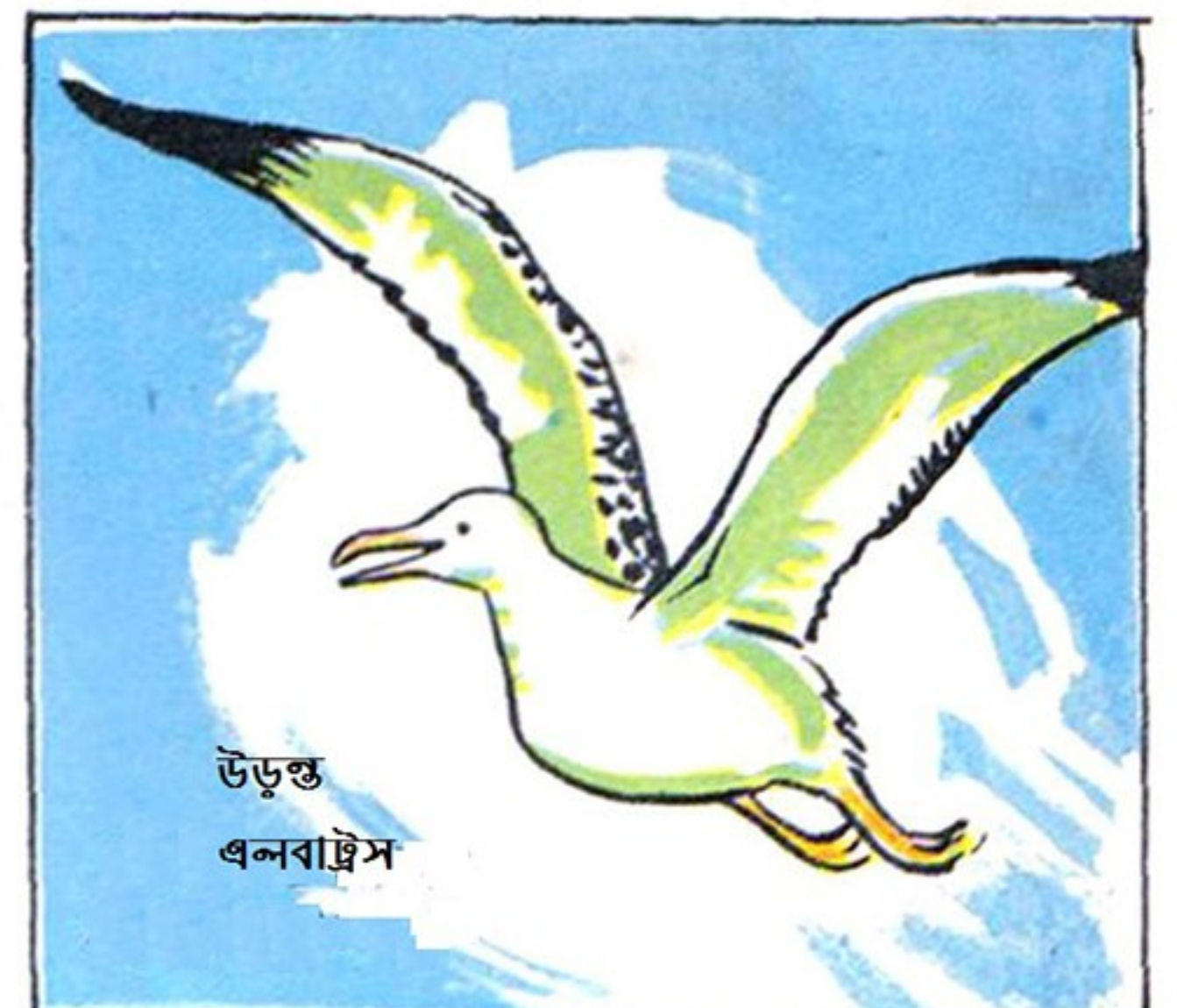


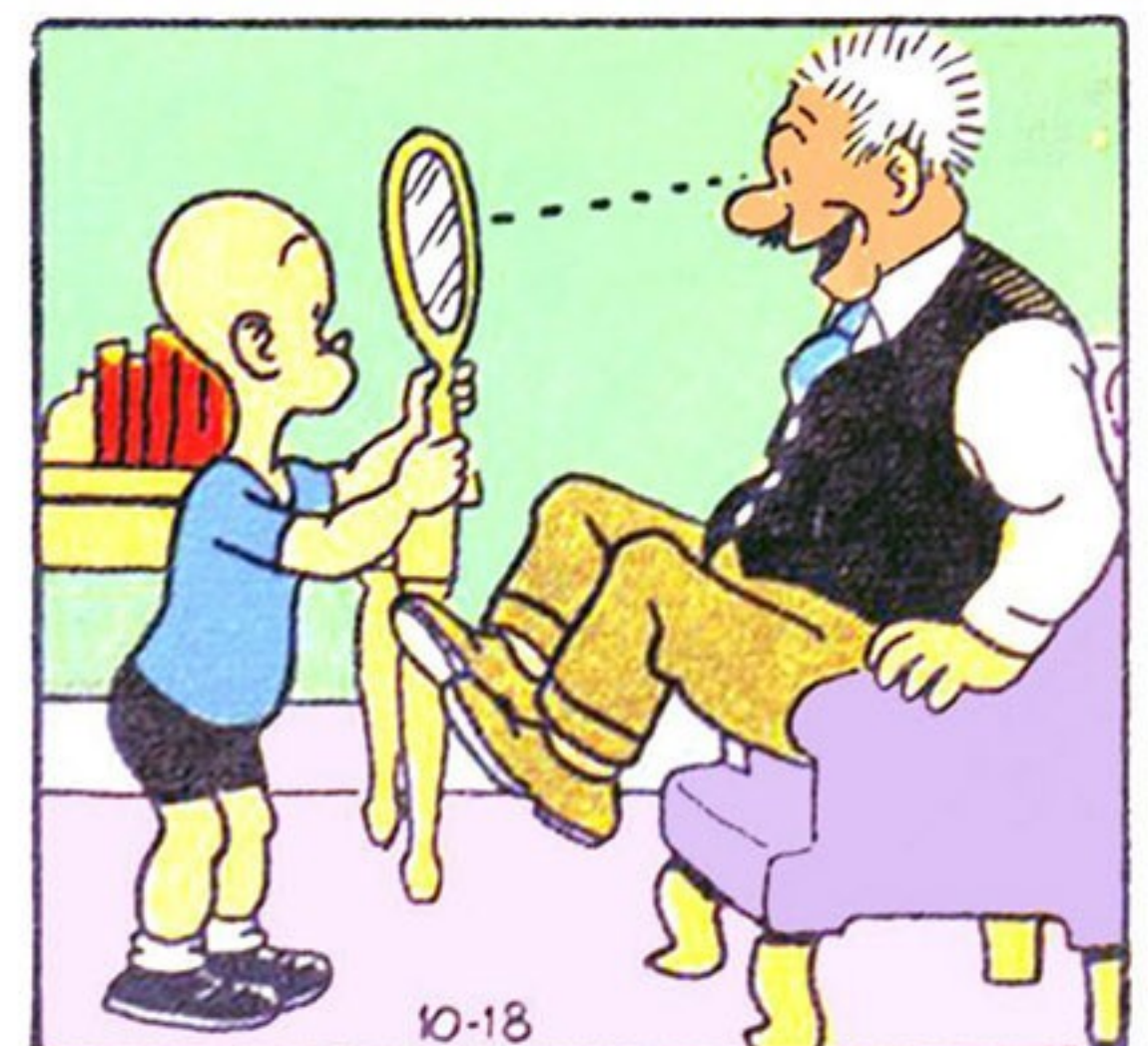
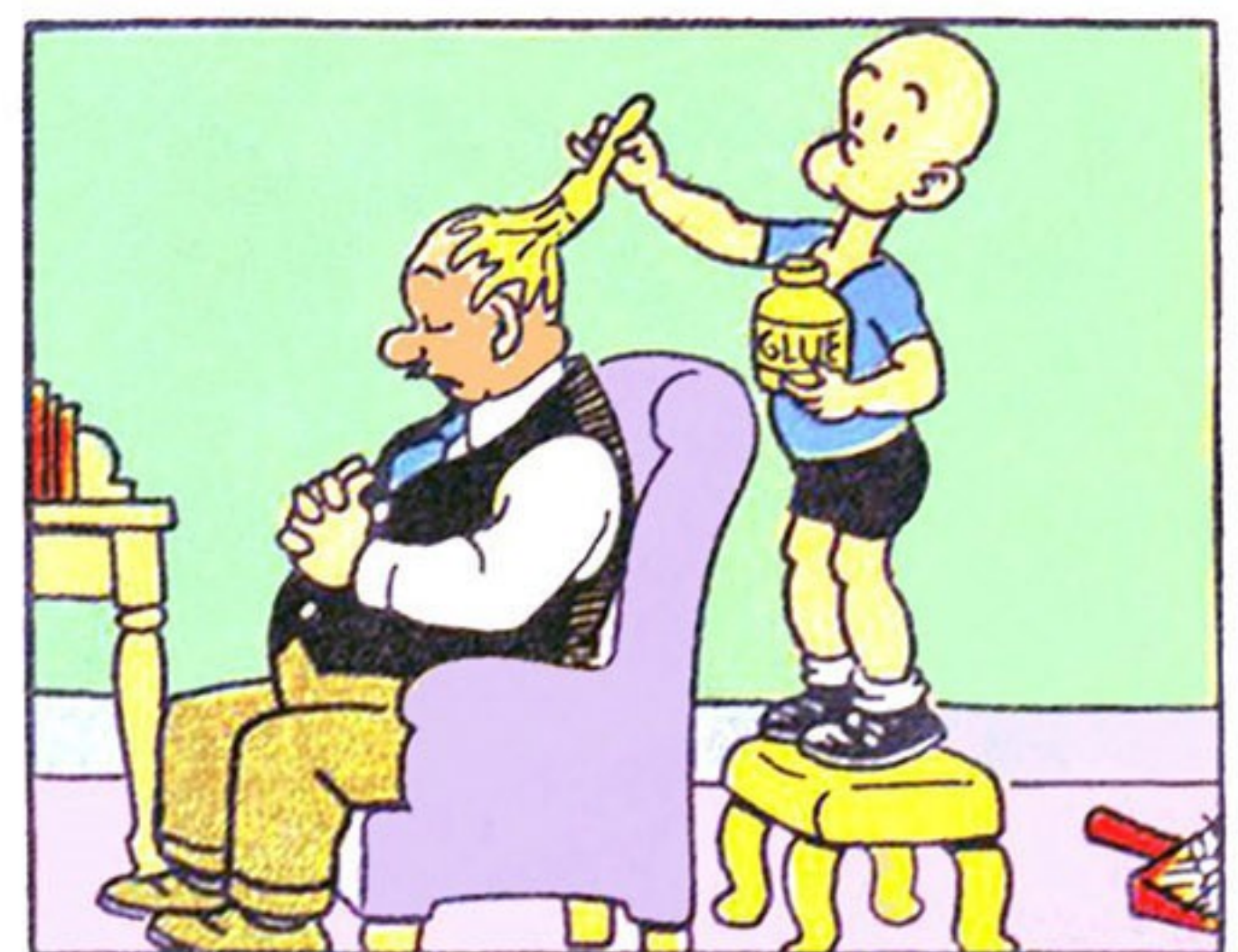
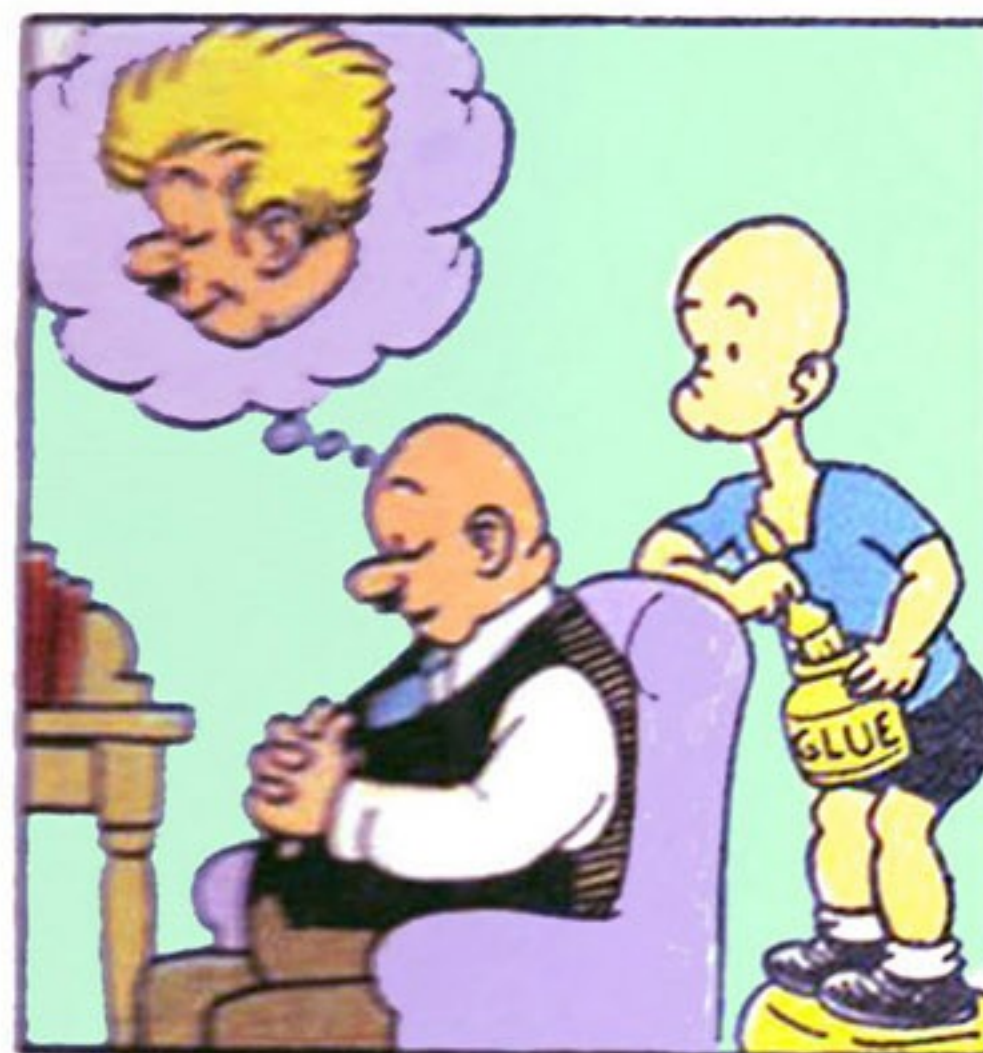
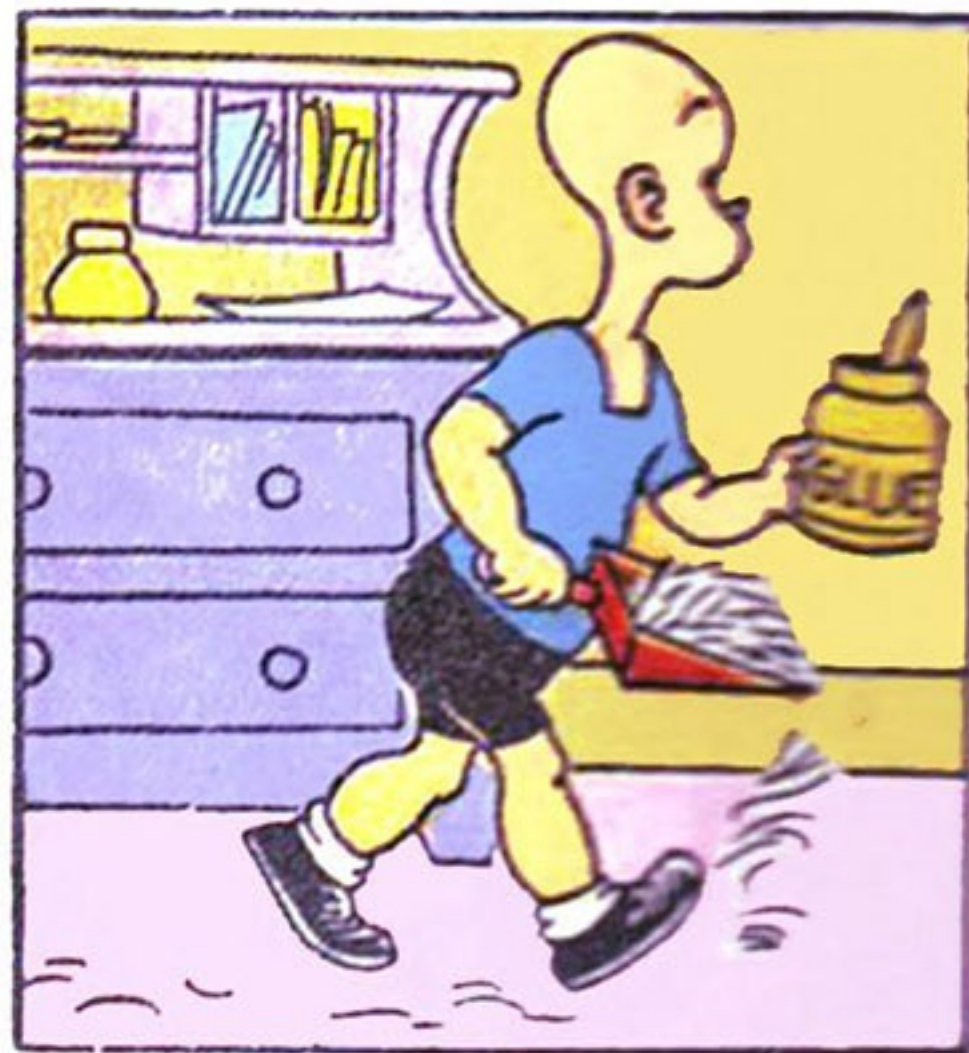
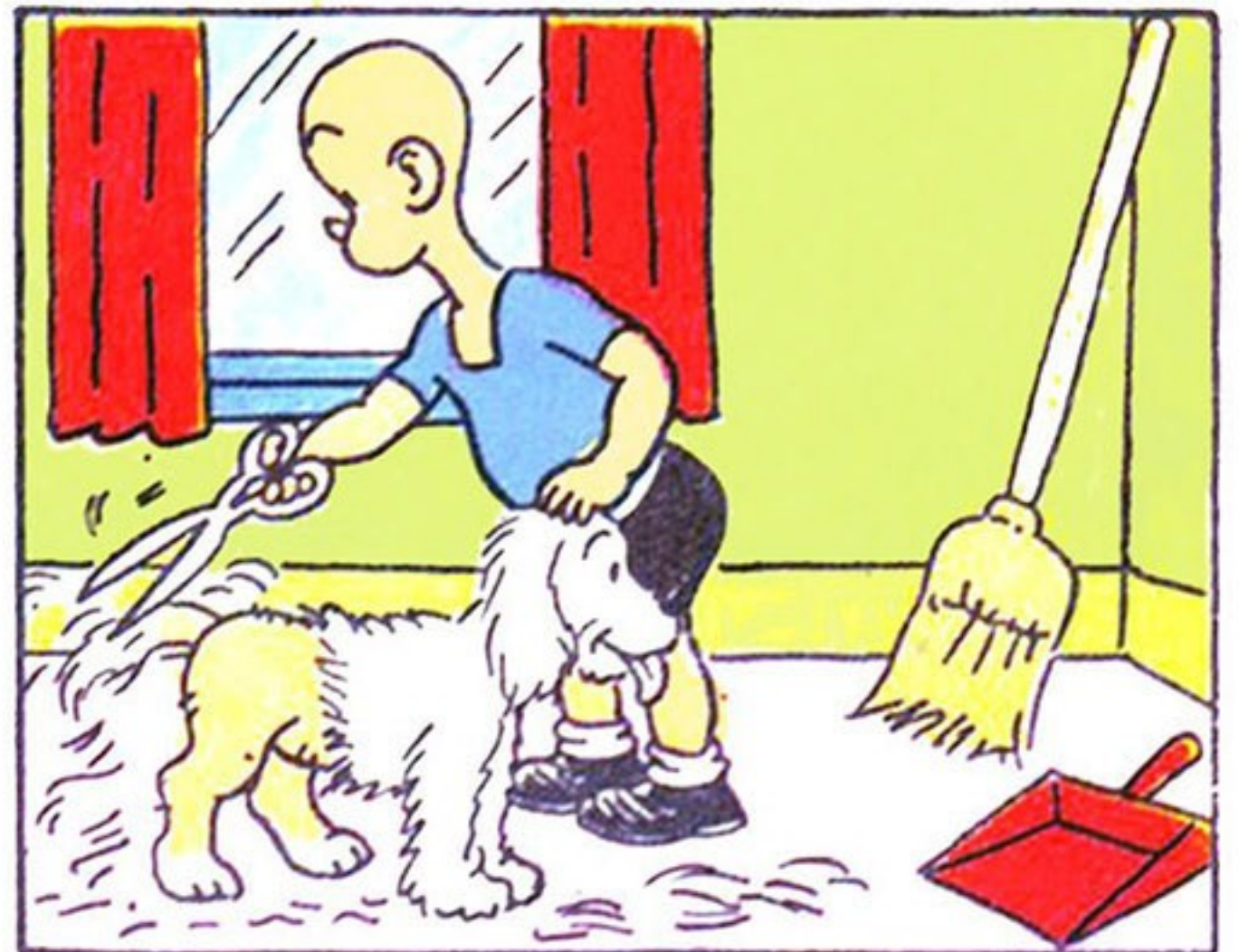
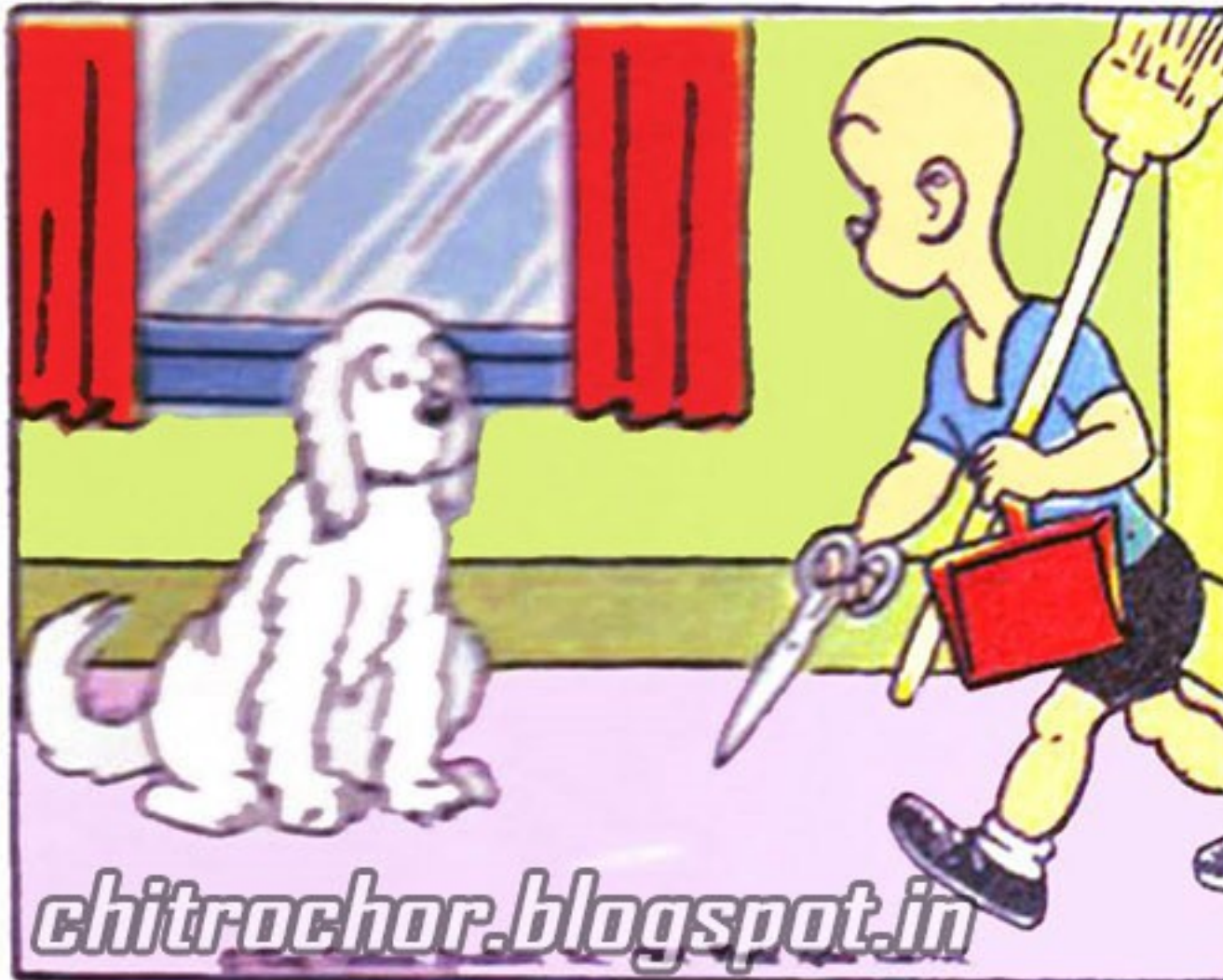
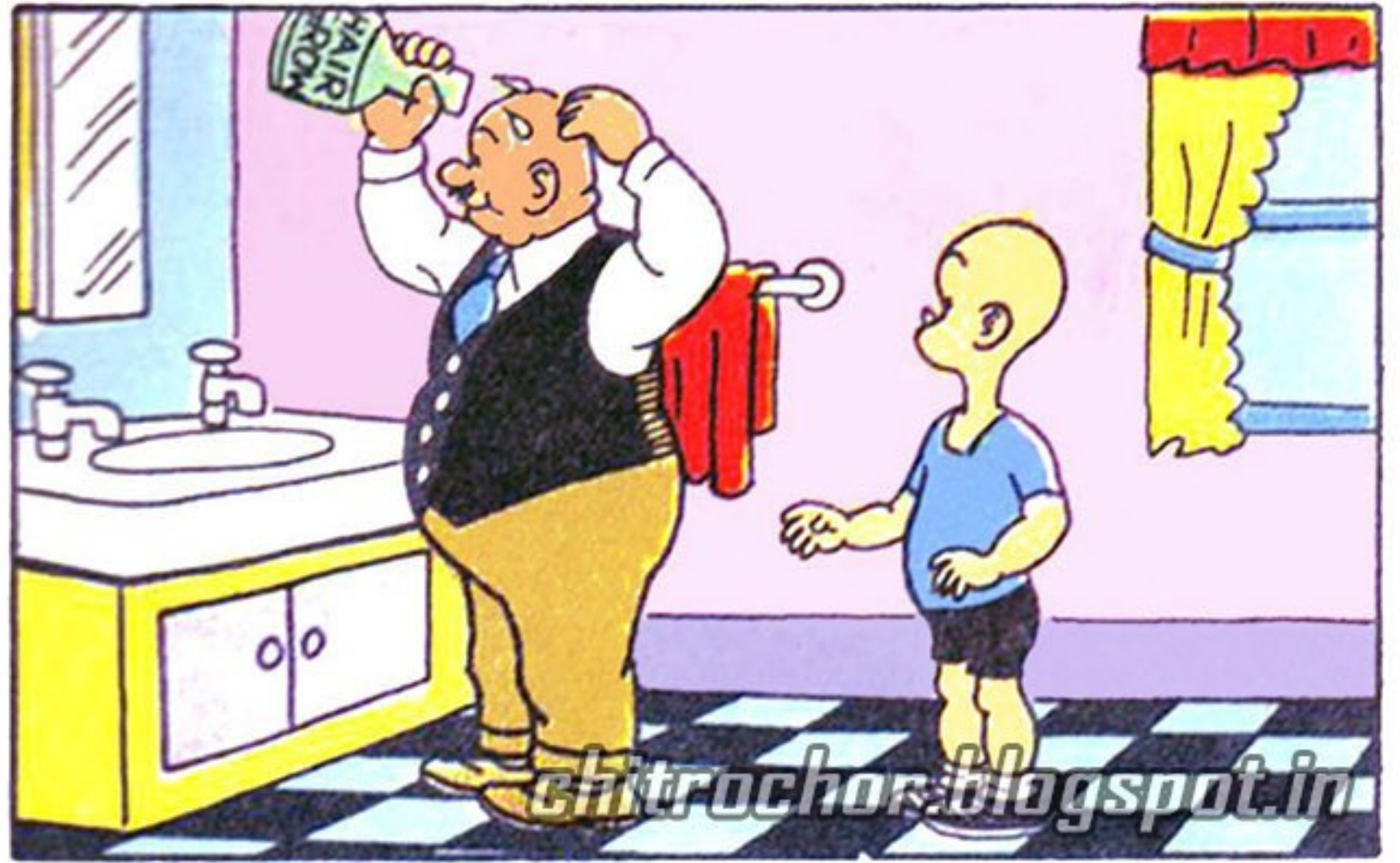
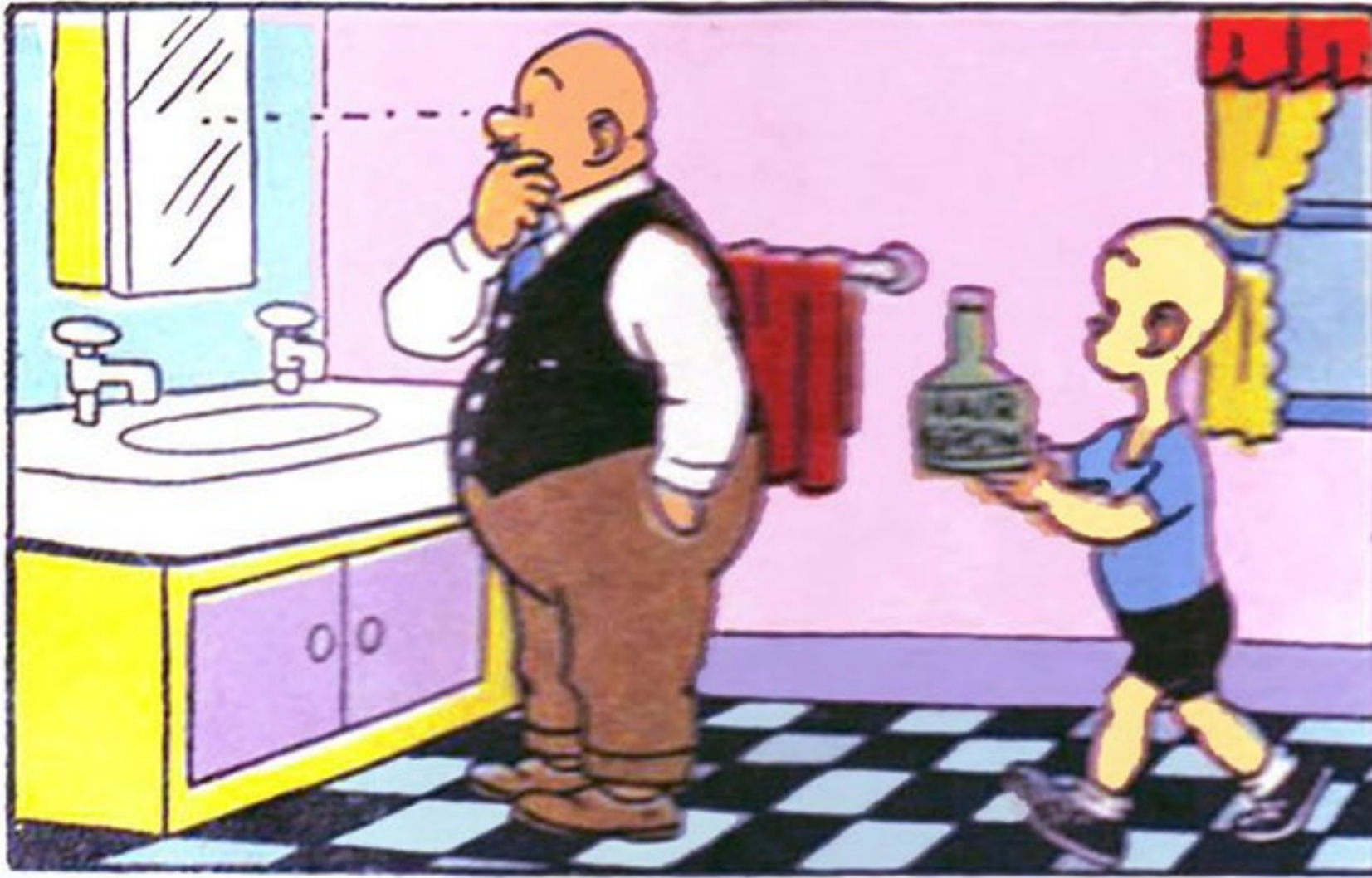
পরবর্তী আকর্ষণ -- হীরের পেয়ালা।





" ভীরন্দাজ মাছদের বাস পূর্ব ভারতীয় সামুদ্রিক অঞ্চলে। এরা ছোট ছোট ব্যাং, পোকামাকড়দের মুখের জলের ফোয়ারা দিয়ে ওপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। "

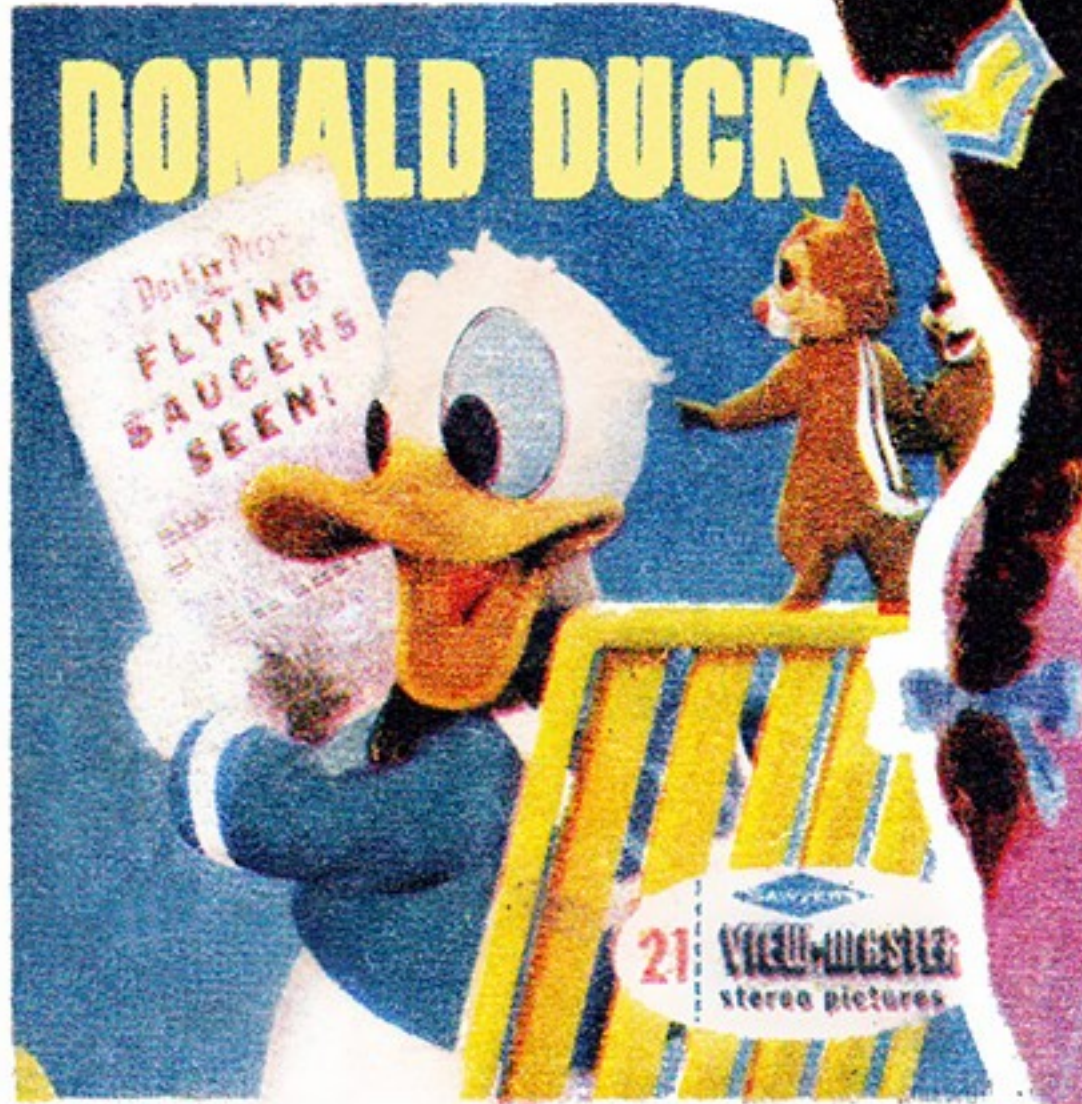






chitrochor.blogspot.in

সমগ্র বিশ্ব
আপনার
নখ-দর্পণে



পৃথিবীতে আপনি কি দেখতে চান? প্রায়-জীবন্ত, সম্পূর্ণ, রঙীন, চিরিত ও “ভিউমাস্টার” ছবির মাধ্যমে আপনি পৃথিবীর প্রাচীন বিস্ময় থেকে শুরু করে ওয়ালটু ডিজনির ‘ক্যান্টাগিল্যাণ্ড’র দৃশ্যগুলি দেখতে পাবেন। বর্তমানে আগের চাইতে আরো—বাস্তব, উপভোগ্য “ভিউমাস্টার” ছবিগুলি এক নতুন ধরনের ননোরম অভিজ্ঞতার আশ্বাদ নিয়ে এসেছে। আজকেই দেখুন।

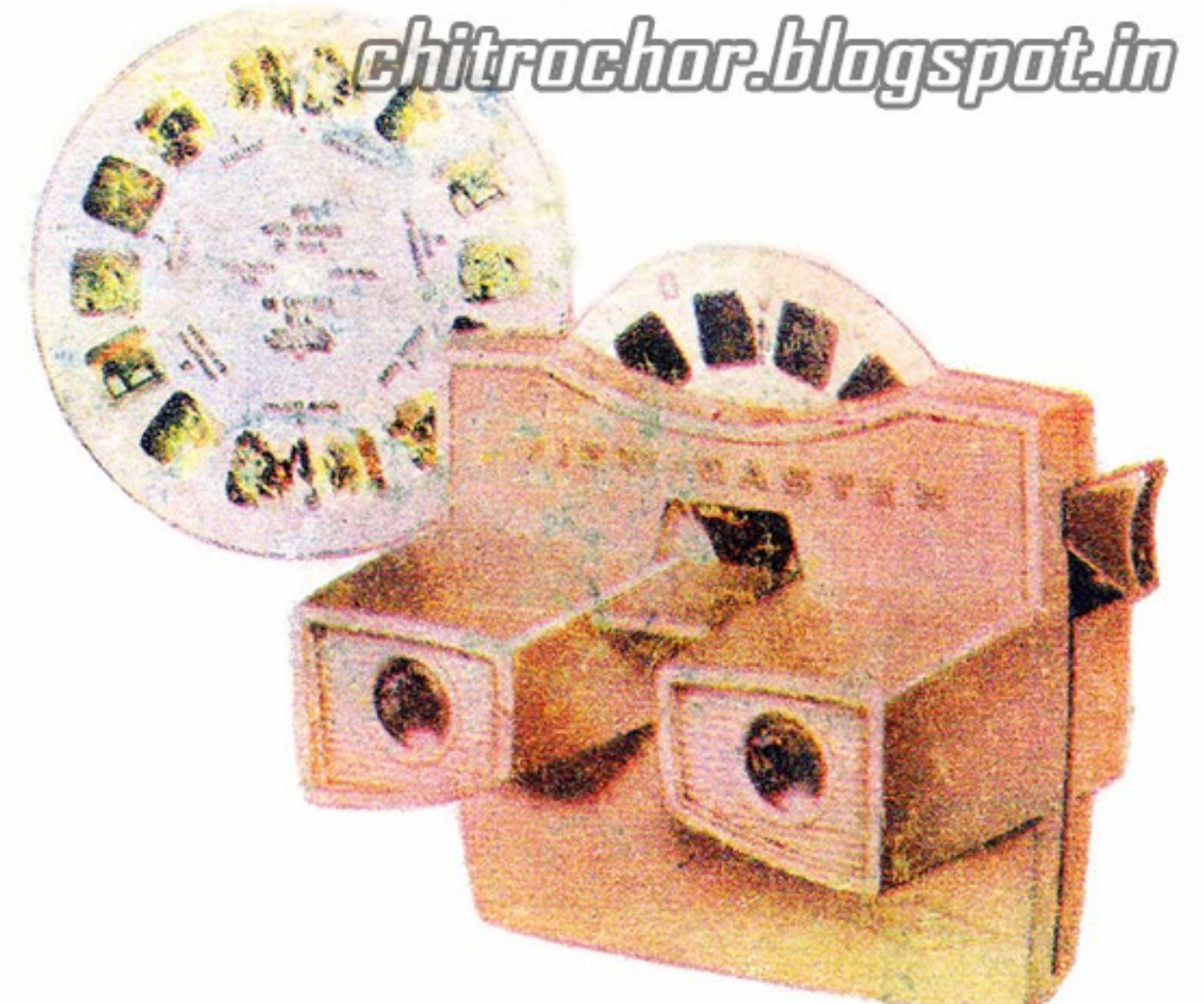
chitrochor.blogspot.in

SAWYERS VIEW-MASTER

আপনার নিকটতম ফটো-বিক্রেতা কিংবা সরাসরি আমাদের কাছ থেকে কিনতে পারেন।

প্যাটেল ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড

বোম্বাই - কলিকাতা - নয়াদিল্লী - মাদ্রাজ





CHITRACHOR.BLOGSPOT.IN

আপনি কি দেশি-বিদেশী
কমিক্স এর ডঙ্ক!!

এই ঠিকানায় একবার এনে
বেরনো খুবই শক্ত!!